সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক ১৯৫৯ সালে পাবনা জেলায় একটি সংস্কৃতি-প্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই নিজ গ্রামে 'কিশোর মেলা' নামে একটি সংগঠন তোলেন এবং দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ, নাটক মঞ্চায়ন এবং গ্রাম-পাঠাগার পরিচালনা করেন। স্থানীয় পর্যায়ে পাবনা থিয়েটার, ললিতকলা কেন্দ্র, কবিকণ্ঠ এবং আরো কিছু সমাজ উন্নয়নমূলক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

জাতীয় পর্যায়ে 'বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে সারাদেশে থিয়েটার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি থিয়েটারকে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রমে প্রচারণা ও যোগাযোগের বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন- যা ইউনিসেফ এর রিপোর্টে 'মিরাকল কমিউনিকেশন' বলে বিবেচিত হয়।

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্সটিটিউট থেকে পিএইচ.ডি, লিট.ডি অর্জন করেন। সংস্কৃতি, উন্নয়ন ও শিক্ষায় অবদান রাখার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি শতাধিক পুসস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর নান্দনিক রুবাইয়াৎ রচনার জন্য তিনি 'শায়ের-ই-গুলিস্তা' নামে সম্মানীত হন।

নাটক, রুবাইয়াৎ আধুনিক কবিতা ও অনুবাদসহ ৩৫টি ই-বই আকারে প্রকাশিত।

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

মানবী এবং বিকেলী ফুল

মানবী এবং বিকেলী ফুল

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

প্রকাশকালঃ ২৬ নভেম্বর ২০২২
১২ অগ্রহায়ন ১৪২৯

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

মূল্যঃ ১০০ টাকা মাত্র

মানবী এবং বিকেলী ফুল

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

১

মানবী তুমি নিশিথ রাতে গোলাপ হাতে কোন দ্বিধায়,
তবে কি তুমি চেনোনি তাকে, নির্ঘুম যে রাত কাটায়?
প্রতি মুহুর্ত বিরহের রাত, খঞ্জর হয়ে করে যে আঘাত,
বিদ্ধ হবার তৃষায় যে বুক, জেগে থাকে কার অপেক্ষায়?

২

এইযে শূণ্য পেয়ালা হাতে, একাই হাঁটি জোসনা রাতে,
পথের ফুলেরা সুবাস ঢেলে, কথা বলে আমার সাথে-
তুমি কি পাগল, তুমি কি কবি-খোঁজ কাকে কোন মানবী-
তোমার ঠোঁটে কি কথা লুকিয়ে - কি কথা বল তার সাথে!

৩

যদিও এখন বিকেল পড়া, হয়তো বুঝিবা ফাগুন শেষ
দু'ফোটা অশ্রু অথবা দ্রাক্ষা, প্রমত্ততায় করছি পেশ!
শুধুই একা জানবো মানবী, তোমার সাথে আছি আমি;
না জানো তুমি কি এসে যায়- কে ছিল আমার তারার দেশ!

বিষন্ন যে গোলাপ পাপড়ি, বিষাদে ভরা প্রাণের ঘ্রাণ,
অভীষ্ট যার মাটির দিকে-ভালোবাসাতে ফেরেনা শান!
হয়তো মানেনা মন অবরোধ, তুমি দিতে চাও সকালের রোদ
আমি বলি থাক মানবী- পড়ন্ত বিকেলের নেই অভিমান

৪

যদি বলি তুমি মেঘ দেখেছো? -তুমি বলবে দেখি তো তা,
ভরা জ্যোৎস্নায়, ঝড়হাওয়ায়; কালো কিংবা আলোমাখা!
যদি বলি তুমি দেখেছো চাতক? দেখেছো তার তৃষিত চোখ?
দেখেছো তুমি ব্যথিত হৃদয়কে, মুখে হাসি যার আঁকা?

দেখো নাই তুমি ফিরে তাকে, দেখ নাই তার চেয়ে থাকা,
দেখ নাই তার রজনী অশ্রু, গোপন কৌটায় আছে রাখা!
দীর্ঘশ্বাস বলে, যাও বেশ; মানবী,গল্প এখনো হয়নি শেষ
অপরাধী আমি, তোমার ছায়া; এখনো আমার বুকে ঢাকা!

৫

বলেছিতো, পাথর হয়েছি; জমাট বেধেছে তরল শোক,
যেখানে তুষার আকাশে তার, দেখেছো কখনো জমে বরফ?
পাথরে কে জানে কতযে ফসিল, কারো ছায়া অথবা দিল-
যদি আটকে থাকে, মগ্ন থাকে, কি দোষ বল, কার তরফ!

আমিতো চাই ঘুন পোকারা, কাটুক দেহ কাটুক প্রাণ,
আমিতো চাই ঝিঁ ঝিঁ পোকারা মগজ কেটে করুক গান!
আমিতো চাই অন্ধ হতে, আমিতো চাই বধির হতে-
বলেছি তোমাকে বিকেল শেষে ফুরিয়ে যায় ফুলের ঘ্রাণ!

৬

এবং কথা- তোমার সাথে- কিছু বলা, কিছু না বলা,
সব জমা আছে মনে, ঝরা বকুলের শুকনো মালা,
হ্যাঁ কথা, কিছু চোখে, কিছু বুকে, কিছু হাসি কিছু দুখে-
আকাশের তারা যত তার বেশী, জানো নাই তুমি কুন্তলা!

পৃথিবীর শব্দ সব ফুরে যায়, ফুরায় কি মনের কথা?
মানুষ আর কত কথা কয়, যত কথা বলে মৌনতা!
যত কথা এই মনে আসে, আমি হাসি-ভাসি দীর্ঘশ্বাসে
মনে রাখা কথা নয়; মনে পড়া কথা সব শিথানের পাশে।

৭

এ গল্প শুধু একান্ত আমার, চির অন্তর্মুখী যেই জন,
ঝরা, মরা শুকনো ফুলে, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বিকেলী কানন!
অন্তরের নদীটিও ওষ্ঠাগত ভাব, ঘষা চোখে রঙিন খোয়াব!
হাস্যকর, নয় কি মানবী? কেন চাঁদ খুঁজি সারাক্ষণ!

কথা! সারি বাধা কথা, অদ্ভুত সেই সব কথার কানন,
অদেখা অচেনা সুবাসি ফুলে ভরে রাখে সদা এই মন!
দেখি হাতের তালু খুলেখুলে, কিছু কি রেখেছি লিখে ভুলে,
দীর্ঘশ্বাস কেন তবে আজও খুঁজে ফেরে পুরোন স্বজন?

৮

ছায়া, বিকেলের মৌনতায়, প্রতিদিন উদয়ের পথে,
একই পথে সাঁঝ আসে, আকাশেতে তারা হাঁটা পথে!
যখন মনে কৈশোর কাল, দেহখানি বয়সে তখন বেহাল-
আমিও মিলিয়ে যাই ধীরে আমার ছায়ায় দীর্ঘ হতে হতে!

বল মানবী, কি লাভ চেয়ে; সুবাসিত মধুরিমা রাত,
জীবনের প্রতিক্ষণে ক্ষণে বিষের বাঁশী নিয়ে ভাগ্যের হাত!
বোঝে নাই তোমার দীঘলচুলে প্রেম কত ছিল এই আঙুলে
তুমিও বোঝো নাই পাখী, কেঁদেছে কত রাতে বেদনার চাঁদ!

৯

তুমিতো এখন কলম বিহীন, নিভৃত রাতের রুবাইকার,
তারার বকুলে সুবাসি আকাশ, শিশিরে ছড়ায় অশ্রুধার।
এবং তোমার টিলার ধারে, হরিণী এক চুপিসারে -
দৌড়ে বেড়ায় বুনো পথেপথে, যখন সেথায় রাত আঁধার!

সেই যে তোমার আবেগী কালি, আনন্দ আর বেদনা মেশা,
স্মৃতির নুড়িতে ঘাসে ও ফুলে মৌনতার পাথরে পেষা,
অন্তর নামে সেই কলমে, পূর্ণতায় আছে যা জমে-
চাইলে ঝরুক রুবাই আখরে, শিশির অথবা অশ্রু মেশা।

১০

এইযে আকাশ নক্ষত্রের নীচে রাত্রি ধরে পথ চলা,
আধোনিমিলিত চোখের পাপড়ি কুয়াশা ভেজা বনতলা।
এখানে রাখিনি কোন অনুযোগ, জানি শেষ নিঃশ্বাসতক
মানবী, রবেনা কখনো কোন, শিশির জমানো অভিযোগ।

দেখ, সময়ের বাঁকে বাঁকে কত পূনর্জন্ম লুকিয়ে থাকে
যে নিঃসংগ হয়ে জন্মে বারেবার, মানবী কি বলবে তাকে।
শুধুই জানে মেঠো পিপীলিকা, কি সুখ দেয় জ্বলন্ত শিখা-
দাবানল খুঁজে ফেরে যে মন, চাঁদ কি মুগ্ধ করে তাকে?

১১

মানবী, তোমরা ভূগছো সবাই, সবার দেহেই প্রাচীন রোগ,
ভুলে যাও সব তোমারই রচনা, লড়াই, বিজয়, প্রেম ও শোক!
তোমরা ভুলেছো বৃক্ষের ভাষা, তাড়িত করে অদেখা আশা-
অথচ পাহাড়ের বদ্ধ সলিলে, আটকে থাকতো তোমার চোখ!

তোমার জন্য নিফুল বৃক্ষ - যখন হয়েছে ফুলবতী-
তুমি ছেড়ে এলে অরণ্যভবন; মানবী তোমার কি মতি-
তোমার জন্য পাহাড় যখন- বহালো নদী- ঠিক তখন-
পাদদেশ ছেড়ে তোমার মন- সমভূমিতে বাড়ালো গতি!

এবং তোমরা ভুলে গেছো সব- তোমার লেখা হায়ারোগ্লিফ,
এবং জানিনা সত্য কি-তুমি না প্রকৃতি হারালে দিক।
এবং যখন তাকিয়ে থাকো- মানুষের মুখে তাকিয়ে দেখ-
এবং ভাবো এরা কোথা থেকে? অথচ তুমিই হারানো দিক!

১২

হ্যাঁ, তোমাকে বলছি কালি, যা লেখা হয় সব কি ভালো?
চাঁদ বল আর সূর্য বল, পারে কি দিতে সমান আলো?
আবেগ তাড়িত কলম, লেপ্টানো ছাড়া কি আর তখন-
কালিহীন রেখা, কাটাকুটি - কোন লেখাই থাকেনা জমকালো!

হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি কালি, কোন পাহাড়ের পাদদেশে-
আমিই তোমাকে সৃজন করেছি, পাথরে পাথর ঘসে ঘসে।
তখন পাশে দুলছিলো বনফুল এবং আমার মাথাভরা বুনোচুল
আমি এঁকে চলি ফুল ও ফড়িং, নিরালায় সেথা বসে বসে!

হ্যাঁ, তোমাকে বলছি কালি, আমি এঁকে চলি হরিণ ও মেঘ-
আমার মনের ভারী পাথরে- ধীরে ধীরে বাড়ে বায়ুর বেগ!
আমি উড়ে যাই দূর দূরান্তে- কোথা জানিনা কোন অনন্তে-
ভুলের খাতাও হারিয়ে ফেলে, যে মন ফসলী বৃষ্টি মেঘ।

১৩

নশ্বর এই জীবনে মানবী, দেহ ভরে আসেনাতো সুখ!
আর কত নক্ষত্র চাও, রাত ভরা আকাশের বুক?
যদিও এ বিকেল বড় উদাসীন, চোখের দীপ্তি হয়ে গেছে ক্ষীণ
তবু মন জেনো রাত্রিদিন- আঁধারে আলোতে দেখে সেই মুখ!

যে জোড়া ওষ্ঠ তোমার আধফোটা গোলাপের কুঁড়ি-
যা ছিল কবিতা মুখর-রাত হতে চেয়েছিল চুরি-
সেই জানে, জানে সেই বুক- সুখ বলে আছে যে অসুখ-
তা যেন তোমার সুডৌল হাতে- ভঙ্গুর রেশমি কাঁচের চুড়ি!

১৪

পাশে বসো মানসী মানবী, আজ দেবো মেঘেদের নাম,
ঐ যে দুধেলা, তার পাশে কালো, ওর নাম হোক ঘনশ্যাম!
ফাগুনের মেঘ হোক সুবাসি, ফসলীমেঘ সেযে বারোমাসি
শশীমতি মেঘ পূর্ণিমা রাতে, প্রেম যেন ঝরে অবিরাম!

একদিন বৃষ্টিতে তুমি আর আমি- হ্যাঁ, বৃষ্টির নাম ছিল যামী,
তুমি যাকে ঝিরি ঝিরি বল, আমি ওকে ডাকি অভিমানী!
যে বৃষ্টি বিদীর্ণ করে মাটি-কার্তিক যে বৃষ্টি টেনে আনে ভাটি
কি নাম হতে পারে তার, বিকেলের এইক্ষণে বল মোর রানী!

১৫

পড়ন্ত বিকেলে যতটুক দেখি, হৃদয়ের কোণ আজও সবুজ,
যা এঁকেছিল কত মমতায়, তোমার হাতের সোনামুখি সূঁচ!
লেখো নাই হয়তো কোন কবিতায়, এই মনে পাতায় পাতায়
ফসলী মেঘের ডাকে তবু, বেড়েছে ঘাসদানা যেমন অবুঝ!

পাথরের ও কত রুপ থাকে, শোন তবে বলি কানে কানে,
অশ্রুকণাও হৃদে জমে জমে- বদলে যায় কঠিন পাষানে!
সে পাথর যদি যায় গলে- নদী হয়ে বয়ে যায় সাগর অতলে
সে বহতায় স্মৃতির কুসুম, কি এসে যায়; যদি ভেসে চলে!

১৬

কোন একদিন জ্যোৎস্না রাত, শশীমতি মেঘে ঘেরা আকাশ,
হারিয়ে যাওয়া ডিম ফুটে এক ক্ষুদে পাখী নিলো প্রথম শ্বাস।
চোখ খুলে সে দেখলো চাঁদ; কি করে পাবে আলোর স্বাদ-
ঝাপটে ওঠে নাজুক পাখা- সেথায় লাগে দক্ষিণা বাতাস!

এবং মানবী, সেই পাখীটি- আকাশ পানে গা ভাসায়-
উড়ে চলে সে আঁধার ঝাপটে, সেও জানেনা কোন আশায়!
ডেকেছিলো তাকে পথের ঘাসে, ফুল খেয়ে যাও পাখী এসে
শিষ দিয়ে বলে সে পাখী তখন,পরেছিরে আমি ভালোবাসায়!

সে উড়ছিল বেশ খুশীমনে, দাবানল ছিল তার নীচে বনে-
বল মানবী কি পরিণতি শেষে- দেখা হবে তার চাঁদ সনে?
যত হাওয়া লাগে তার পাখায়-দাবানল সীমানা তত বেড়ে যায়
যেন সব ভালোলাগায় দাবানল জ্বলে তার কোণেকোণে!

১৭

কি আছে আমার বল মানবী, পায়ের নীচে ধূলো ছাড়া?
আমার এ হাতে বন্ধ্যা বৃক্ষরা ফুল ফোটায়ে দেয়না সাড়া!
অথচ বিকেল ইচ্ছেয় কাটে, কোন এক তরী ভিড়ুক ঘাটে
দূর থেকে হোক তবুও যেন, চেয়ে থাকি তাতে আপনহারা!

গহনার নায়ে কে আছে বসে, কে আছে বসে অবগুণ্ঠনে,
লাল চুড়িদার হাতে বসে তার, টিয়া পাখী ডাকে আনমনে!
কমলা মেঘ তার পায়ের কাছে, আলতার মত লেগে আছে-
কি দেবো তাকে এই বিকেলে? নেই যে ফুল এই বাগানে!

১৮

কত কথা লুকায় তোমার কত কথা কওয়া দুই চোখ,
এই যে সাহারা মন তবু, কত ফুল ফোটে আচানক!
জানি আমি, কারো মন, রাত যার সবচে আপন।
আঁধারে বিছিয়ে রাখে, কত সুর কত ছন্দ শোলক।

কিছু কথা ছেঁড়াখোঁড়া, চলমান কিছু ছায়া ছবি,
কিছু কথা ঝরা ফুল, দেয়ালে ঝুলানো শুকনো বকুল,
আরো কিছু কথাহীন কথা; আমি বুঝিনা-মন বোঝে তা,
রাত তবে কেন শুধু রাত- রাত কেন নয় কথা ফুল!

মানবী, জীবনের কাফেলায়, ভরা আছে কথায় কথায়,
কথা বল কোথা নেই, ফুল নদী, মন, গাছের পাতায়-
আকাশ, চাঁদ, পাথর নুড়ি, অশ্রুভেজা কথা ভুরিভুরি-
জীবনের রথ চলে যায়- হায়, পথেপথে কথা ফেলে যায়!

১৯

বলতে পারো মানবী তুমি, অহেতুক ফোটে বিকেলী ফুল,
আমিও বুঝিনা, সাঁঝবেলাতে কোন কিশোরী পড়ে কি দুল?
না লাগে কোন নৈবেদ্যে- ও ফুল যেন ফোটে সেধেসেধে-
তবে জানি, এ ফোটা নিছক ভুল, ও ফুল হয়না কারো রাতুল!

তবে হ্যাঁ, খুলে দেখি আমি- আমারই কিতাব আমারই জীবন-
লাল কালোতে কত যে লেখা, লিখে রেখেছি কত হুতাশন-
কত সযত্নে এই মন বনতলে, ভালোবাসায়- কত আঁখিজলে-
এ বিকেলে মনেহয়,এমনি সব-অহেতুক পাওয়া এই জীবন।

২০

ফুল কি জানে কখনো তাকে, হয়ে যেতে হবে একটি ফল,
ফল কি জানে বীজ হতে হবে- বীজ কি জানে কি যে ফসল?
এ বিকেলে শুধু প্রশ্নের ফুল, ফুলই ফুলে ফোটায় হুল-
বল এ ফুলে মধু থাকে নাকি- বিকেলী মানবী উড়ানো চুল!

ঘষা চোখে আর কি করে বল, বসন্ত দেখি মন খুলে-
সাঁঝ লাগা মন ভুলে গেছে যে উষার শিশিরের রঙ ভুলে!
তবুও তুমি যেন মন ভরা পট, শরবতী ঠোঁট দৃষ্টি অকপট
চেয়েছি সেখানে সুফলা কবিতা, সব বয়সেরস্বাদ ভুলে!

২১

কখনো শুনিনি সত্য, মানবী, ভাসেনি সে নদী পূর্ণিমায়!
তবে কি সে নদী একাকী আঁধারে ভাঙে শুধু আপনায়!
সে নদী, বলেছ, শুধুই একার- তুমিই দেখ- কেউ নেই দেখার
তুমিও আড়াল করলে কথা- জোয়ার ভাটা আসে কি তায়!

হয়তো জ্যোৎস্না এড়িয়ে গেছ, ডুবেছে বুকে বিরহী চাঁদ,
সেখানে কিন্তু তমসাও ছিল, সেও দেখে জোয়ার ভাঙলে বাঁধ!
নদী যদি কোন পাড় না ভাঙে, সেই পরিণত হয় মরা গাঙে-
নাম যদি হয় মাধুরি নদী- জানি, বুক ভরা বয়ে যাওয়া সাধ।

কি চাও বল মানবী, কোন স্বপ্ন! প্লাবিত রাত ভরা পূর্ণিমায়-
ভাঙা ঢেউয়ে রুপোলী আলো- ঢেউ ঢেউয়ে হারিয়ে যায়-
অথবা আঁধার তমসার রাত; শুধু পাবে ঘ্রাণ-যদি হও মাৎ-
অথবা সুরেলা বাঁশী-আঁধারে দুরে-একাকী বাজে নিরালায়।

২২

আমিও দেখি শেষ রাতে, অলিন্দ বাজে বেলীর পাতায়,
লাল চাঁদ ঢলে পরে আছে, ক্লান্ত নক্ষত্র আকাশে ঘুমায়!
আমি জানি সেই মধুক্ষরা নদী আর, শেফালীরা ঝরা-
এপাশে আমি কান পেতে শুনি- ওপাশের বন্ধ জানালায়!

কি দূর্ভাগা আমি মানবী, নদীদের মৃত্যু শুধু দেখে গেলাম-
দেখি নাই কোন পাহাড়ের ঝরা- ধেয়ে এলো ভেঙে কত গ্রাম;
ভেসে এলো তার ঘোলা জলে, ঘাস বীজ কবিতা অন্তরালে-
বলে নাই কোন জ্যোৎস্না রাতে- এই- বুক তোর তরে শ্যাম!

বরফ যদি নাই গলে যায়, কি করে হয় সে ডানপিটে নদী-
নাম তার দেবো আরো পরে, হয় মধুক্ষরা অথবা মুখরা নদী।
তবে দেখি দূর আলোকে, ও নদীর ঢেউ গড়া পাখীর পালকে
কত ফুল ফাগুনের গুনগুন তাতে, এ বিকেলেও সুর নিরবধি।

২৩

মাধুরিমা, সত্য বলেনা কেউ, ধরো, একথার নেই কোন দাম,
অলিন্দের সেই ফুল জানে, মাথায় ছুঁয়েছি পুরো আসমান!
আমার হৃদয়ের খুলেছি সিন্দুক, গোপনে কিছু ঘ্রাণ কিছু সুখ!
জ্বালায় প্রদীপ হৃদয়ের আলো, তাদের দেখে তৃষিত পরান!

সত্যি, আমি জানিনা কিছুই, তোমার কাছে কী চায় মন,
শরবতি ঠোঁট? উছল আঁখি? আমোদী আড্ডা,নিরল অঙ্গন?
আমি কি চেয়েছি কোনদিন নদী, কোন ঝর্ণা, নীলাভ জলধি?
অথবা গোলাপ ফোটানো গুচ্ছ, জ্যোৎস্না ও প্রেম অর্পণ!

মনে ডাকেনা কোকিল, তা নয়, ঘ্রাণে ভেজা কুসুমের ঝাড়,
হাওয়ায় তোড়ে ফুল ঝরে যায়, বৃন্তে ফোটে কুসুম আবার।
এইতো বিকেলী গল্প নদী ধারে, কত কথা বাকি চুপিসারে-
মানবী, মানুষকে যায় শুধু দেখা, সুযোগ হয়না মনকে পড়ার!

২৪

সব ফুল ফোটেনা বিকেলে, তবুও তাড়িত ফোটার বাসনায়,
কৃষ্ণকলি, প্রিয় মানবী আমার, কিছু জোয়ার আসে তমশায়।
এবিকেলে এ বোধ হানে তীক্ষ্ণ শর, মনে থেমে সকালি প্রহর।
তুমি হাসো, তবু বলি, হৃদয় ঘটিত রোগ আমার সহায়!

বেঁচে থাকার কি মন্ত্র আছে- এই মনে আকাঙ্ক্ষা ছাড়া?
আমি জানি সব মনে-বোধ চায়, হয়ে যেতে আপনহারা!
যত কথা বলে আমার বুক, তত কথা আড়াল করে মুখ-
ভালোবাসার গোলাপ ছিল হাতে- আথচ মন, দেয়নি সাড়া।

তুমিতো জানো মানুষের মনে, যত ফোটে কথার মুকুল,
নীরবেই ঝরে পড়ে বেশী, কিছু হয় সুবাসিত ফুল-
কমল ফোটে বদ্ধ সরোবরে, ফোটেনা ফুল শুষ্ক বালুচরে
নদী যদি ভরা বুকে থাকে, ফুল্লরিত সদাই তার দুই কূল!

২৫

দেখ,বসন্তে কত ফুল ফোটে, সেইসব ফুলেরা তার অনুগামী!
বসন্ত যায় সাথে তারাও ফুরায়, ফুল্লরিত সেই দিবস ও যামী!
মানবী, কিছু কিছু ফুল থাকে, মাধুরি হয়ে বাগান ধরে রাখে-
রঙে ঘ্রাণে - যা আছে বুকে, তাই নিয়ে ফোটে-নয় অভিমানী!

দেখ, এক চাঁদ নিয়ে কবিতায়, আবেগী শব্দ কত যে হারায়,
কি পেয়েছে বল আবেগী মানুষ, আজকেও কিবা বল পায়!
সুহৃদ সুরেলা শব্দ কিছু থাকে, মনজুড়ে তারা প্রেম আঁকে
সেখানে তুমি যদি পূর্ণিমা চাঁদ, ভাসে এ মন ভরা জ্যোৎস্নায়!

২৬

এ কথা সত্য মানবী- সত্য; ধরো, একটি শব্দ- জল,
ঝর্ণায় টল টলা জল, নদীর ঢেউয়ে জলের উছল,
সমুদ্রে নীলাভ জল সীমাহীন, প্রাণ আছে তবে উদাসীন-
আরেকটি নোনাজল আছে, যা ভেজায় চোখের কাজল!

এ বিকেলে আমার সত্য কথন, কেউ খোঁজে হেথায় জীবন,
আর কিছু আবেগী নিরেট, জীবনের পথে খুঁজে ফেরে মন!
কিছু কিছু ভলোলাগা আছে- বারে বারে মন চায় কাছে-
অদ্ভূত অরণ্যে কত ফুল ফোটে, হয়তো নাম বিলাসী রোদন।

রাগ আর অনুরাগ নয়, কেউ কেউ করে অভিমান-
কি এসে যায় মানবী তার, ভেঙে পড়ে নাই আসমান!
কালো মেঘ কত যে ভাবায়, অথচ সব তার জল হয়ে যায়,
জীবন জীবনের মত চলে- জানি দেখেনা কারো ভেজা প্রাণ।

২৭

এ কথা সত্য মানবী- সত্য; ধরো, একটি শব্দ- জল,
ঝর্ণায় টল টলা জল, নদীর ঢেউয়ে জলের উছল,
সমুদ্রে নীলাভ জল সীমাহীন, প্রাণ আছে তবে উদাসীন-
আরেকটি নোনাজল আছে, যা ভেজায় চোখের কাজল!

এ বিকেলে আমার সত্য কথন, কেউ খোঁজে হেথায় জীবন,
আর কিছু আবেগী নিরেট, জীবনের পথে খুঁজে ফেরে মন!
কিছু কিছু ভলোলাগা আছে- বারে বারে মন চায় কাছে-
অদ্ভূত অরণ্যে কত ফুল ফোটে, হয়তো নাম বিলাসী রোদন।

রাগ আর অনুরাগ নয়, কেউ কেউ করে অভিমান-
কি এসে যায় মানবী তার, ভেঙে পড়ে নাই আসমান!
কালো মেঘ কত যে ভাবায়, অথচ সব তার জল হয়ে যায়,
জীবন জীবনের মত চলে- জানি দেখেনা কারো ভেজা প্রাণ।

২৮

আমি নিজেকে আড়াল করে, বারবার দেখেছি তোমায়,
এই হাসি মুখের মুখোশ আরো কত মিছে সৌজন্যতায়!
ফিরেছি বুকে নিয়ে তোমার ছবি-সারারাত এক পাগল কবি,
কত কথার গেঁথেছে বকুল-আকাশের তারায় ভরা জ্যোৎস্নায়!

মানুষের মন আকাশ ঘেরা, অথবা কোন এক নির্জলা বন,
আগুনে বৃষ্টিতেও কত ফোটে ফুল, মেঘে মিশে যায় হুতাশন।
এই দেখ এই করতলে, খুঁজে ফিরি ভাগ্যের দীপ কোথা জ্বলে
সেখানে খুঁজি যাকে, সেই মানবীকে, যেখানে ডুবে আছে মন।

২৯

বল মানবী কি নাই আমার, আকাশভরা সব তারা আছে,
নীলাভ সাগর, অপ্সরী নদী, বিকেলের ফুলগুলি বুকের কাছে।
আরো আছে ঝড়, জ্যোৎস্নায় মেঘ, ফুলভরা বসন্ত আবেগ
অলিন্দভরা সুবাসিত ফুল, এবং জীবন, কত সুখ- চার পাশে।

জীবন এক অদ্ভুত ছবি, ধরো- এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সীর মতন-
এক নক্ষত্র আরেক থেকে- কতদূরে কত লক্ষ লক্ষ যোজন!
মানুষের মন নামের ছায়াপথে- একা এবং একা তার দেহরথে
শুধু আমি, তাতো নয় প্রিয়া-তুমিও একা, একা তোমার ভুবন!

এবং তোমার অলিন্দ বাগান, কত ফুল কত তাতে ঘ্রাণ,
তুমি আনন্দিত,তৃপ্ত; শোন নাই, কি বলে ফুলেদের প্রাণ!
শুধু শোভা আর সৌরভ চাই- শুধু তুমি নয়, আমিও তাই-
চায়না কি মন এই কোন প্রিয়জন, যদিও জড় নশ্বর প্রাণ?

৩০

তোমাকে কি করে বুঝাই মানবী, মানুষের মন পাতে সংসার,
দিনে রাতে তারা স্বপনে সচেতনে, কথাকলি কথা পরিবার,
সেখানে কিছুতেই নেই কোন ছুটি, কথা আর কথা লূটোপুটি
সেখানেও কতযে মান অভিমান,- আরো কত বেদনা বাহার!

নিভৃত একাকী সেই জ্যোৎস্নায়, জানোই না-তুমি কর বাস,
জানোই না তুমি আসো যাও, এই বুকে যত বয় শ্বাসপ্রশ্বাস!
এবার বল তুমি কে যে আসল, যাকে নিয়ে থাকো প্রতি পল-
নাকি নশ্বর ভঙ্গুর দিনগুলি- তোমার জীবন হয়ে গেছে দাস!

একাকী আমি বসে থাকি সেই মধুক্ষরা নীলাভ নদীটির পাশে,
মালতীরা দল বেঁধে ফুটে -সেখানে স্বপ্নের সাঁঝ নেমে থাকে!
আর এক পুর্ণিমা যেন তুমি পাশে- জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসে-
যা বলছিলাম, সে সংসারে- এ বিকেলেও আছো তুমি পাশে!

৩১

তবে তাই হোক নদী, শুরু কর পাড় ভাঙা আজ নিশিরাতে,
এপাড়ে জমিন ভাঙুক, ভেঙে পড়ুক আকাশ জ্যোৎস্নাতে,
কোন ফুল ফোটেনা কারো তরে, কেউ কারো নয় চরাচরে-
অপ্রিয় তবে সত্য এটাই; জীবন বিকেলের এই মোহনাতে।

যদিও আমার বুক ভেঙে যায়, যদি হয় প্রমত্তা নিদয়া নদী,
তার পাড়ে সুবাসী বাগান- বাড়ায় হাত- তবু ভাঙে নিরবধি;
বাড়ায় হাত কিসের কারণ, জানো তুমি- নিদয়া চারণ?
তার নাম হয়তো ভালোবাসা, ঋণী হতে চায় নিরবধি।

নদী তুমি মেঘ ভেঙে নাও, প্লাবনে ভাসুক তোমার বুক,
আমার আকাশে যত মেঘ আছে- ভেঙে নাও তার সবটুক ;
চাঁদ তারা তাও নিতে পারো, দাবী নেই পৃথিবীতে কারো-
তবুও আমার মন চায়- অপ্সরী নদী - তুমি পাও সুখ!

৩২

এবং তুমি কি দেখনি বাগান, আমার আকাশ ভরা রাতে,
লক্ষ কোটি রং বাহারে, এন্ড্রোমিডা আর দুধেল ছায়াপথে।
সেখানেই কথা হয় অদেখার সাথে -সে বলে অপ্সরীর স্রোতে
ধুয়ে যাবে সব নুন- জমেছে যা, তোমার দীঘল আঁখি পাতে!

মানবী তোমার চোখ ভরা জল, আমার চোখে করে টলমল,
পেয়েছি অনেক সুজন জীবনে, দরদী মেলেনি এক জন!
বলেছিল এক মরানদী, তোমার আঁখিজল বয়েছি নিরবধি-
আজ আমি মিশে গেছি-ধুলো বালি আর মাটির অতল!

তোমার এন্ড্রোমিডা দুধেল ছায়াপথ, তারাও ঘুরিয়েছে মুখ,
দেখে নাই কোনদিন দেখে নাই, পথ হারা নদীটির দুখ-
আমি খুঁজি দরদ ভরা বুক- আর কিছু চাই নাই, চাই নাই সুখ
সকাল গড়িয়ে যার বিকেলবেলা- সে শুধু পড়ে মানুষের মুখ।

৩৩

কিছু পাখি আর কিছু ফুল, পাখি ডাকে এবং ফুল ফোটে,
রাত্রি তখনো শেষ হতে বাকি, পূর্ব দিগন্ত কিছু আলো ছোটে!
আলোহীন একাকী নিরলে- 'অদেখা' এই মন পাঠ করে যায়
দেখে শান্ত চিত্তে উল্টায় পাতা, যা লেখা হয়েছে মানস পটে!

সেখানেও লেখা কারো চোখ, অথবা বিষমাখা দুধারি খঞ্জর,
কেতাবে ফূটেছে কি ফুল, না পাতাগুলো- এফোঁড়ওফোঁড়
'অদেখা' হাসে চোখ টিপে- বাহ, তুই দেখি বিষাদের শাহ।
বলে, এটাও জীবনে কত সুন্দর, বিদ্ধ বুকে এক নিদয়া খঞ্জর!

পৃথবীতে যত ফোটে ফুল, তার চেয়ে বেশী ফোটে বিষাক্ত শর
ফুল চায় জল আর মাটি, নরম বুক খোঁজে বিষাক্ত খঞ্জর-
কিছু কথা সুবাসি কিছু থাকে নোনা- সবই যায় কবিতায় বোনা
মানবী,নোনাজল কাঁদে দুই চোখে, ধরে রাখে নীলাভ সাগর।

৩৪

এ বসন্তে কোকিল ডাকেনি তা নয় ফূলযে ফোটেনি তাও নয়,
যখন তাকাই ফুলের দিকে, সকালের সেমুখ এসে কথা কয়।
জানিনা কত প্রকার আছে মুখ, কারো মুখ দেখে ভরে বুক
মধুমুখ, ভরাবুক গোলাপের ঘ্রাণে, ধনুর ছিলকা অপরুপ ময়!

সে আমাকে বলে ঐ গান গাও, যৌবনের কোন এক সাঁঝে-
যে গান ছিলো অন্তরে ডুবে, সেই গান আজও কানে বাজে!
বিকেলের আড্ডায় হাসি পায়, কি করে ফিরবো সে মগ্নতায়-
পুরোনো গন্ধ হয়তো জমা, কোন পুরোন শাড়ীর ভাঁজে!

ফ্রেমে বাঁধানো কত ছবি, বাধা পড়ে নাই ফ্রেমে এই মন,
যদি বাঁধানো যেত সেইরাত, উচ্ছল আমাদের সেই যৌবন!
কিছু তবু রেখেছে মনসিন্দুকে-যাতে না দেখে কোন নিন্দুকে;
মানবী সেই নিশ্চুপ চাওয়া-নীরবে কত কথা বলেছে যে মন!

৩৫

তুমিতো জানোনা প্রিয় মধুমুখ, সুখও কখনো হয় যে অসুখ,
কি এমন তোমার বাগান, কথাভরা কত ফুল ভরা এই বুক।
জানি মানবী,জানি মধুপ্রিয়ে,সোনামুখী সুঁচটাও গেল হারিয়ে।
প্রেমের দিন কি তবে শেষ, শেষে হয়ে গেছে, আলতার যুগ!

বিরান দুপুরে জানলার ধারে, অপেক্ষায় স্বর্ণচাপা চুপিসারে,
ব্যকুলতায় জেগে মনোবাঁশী- কেউ বুঝি আসে অভিসারে,
শরীর আধোঘুমে অপেক্ষায়, ফুল ছুঁড়ে কেউ ঘুম ভাঙায়-
এ গল্প পুরনোদের, আজকে এ গল্প মিছে, নেই কোন সার!

তবু প্রিয়ে, সোনামুখীর রুমাল, কবে কোথা গেছে হারিয়ে,
সেই নঁকশার গোলাপখানি, হৃদয় আজো- আছে তাই নিয়ে।
কত কিছু হারিয়ে যায় মনে, কত কিছু থাকে স্বপ্নের কোণে
আমার বিকেল কাটে মধু , সেই সব ফুল আর কথা সাজিয়ে।

৩৬

না, এ বিকেলে বলনা কবি, বলতে পারো শুধু রচয়িতা,
পিঙ্গল রোদে সকালি মায়া? কিভাবে চাও বল সুচরিতা!
কিছু রোদ আছে বলে, আকাশের নক্ষত্র আলোর অতলে
এবং ঝিমায় পাখীরা বৃক্ষ শাখে, খোঁজেনা কোকিল মধুমিতা!

সকালে বলেছিলে কোন ঘাটে, ঠিক দেখা হবে দুইজনে-
কারো হয়তো মনে থাকে কথা, কারো হয়তো থাকেনা মনে!
আমি জানি তুমি কোন ফ্রেমে, নিমগ্ন জীবন স্বপ্নের প্রেমে-
দু' আঙুলে সোনামূখি সুঁই, সবুজ পাতা আর গোলাপ বোনে!

রচয়িতা এখানে আমরা সবাই, কিছু ফেলে, কিছু কথা আঁকি,
জানো মানবী, যে মননে ঋণী, সবকিছু থাকে তার বাঁকি -
ঘাসের কাছেও তার ঋণ, তার ঋণ বাড়ে দিন দিন-
এবং সে ঋণী হয় অপেক্ষার কাছে, আর সেই দুরের পাখি!

৩৭

তোমার আকাশ জ্যোৎস্নায় মোড়া, সেখানেও কালো এক চাঁদ,
ছড়ায়না ঝলমলে আলো, কালো জ্যোৎস্না কালো ভাঙা বাঁধ!
কত রঙে ফোটে ফুল জগতে, মানুষের মন চলে নানাপথে
এমন কারো সাথে দেখা হয়, জাগায় মনের গহীনে- সাধ!

যে নদীর অমৃত শীতল জলে, দেহ জুড়ে চলে কত কোলাহল-
এ শরীর তারও ছিল আপন, আপন আকাশে কালোমেঘি ঢল!
ভাঙে চাঁদ প্রতিরাত সরোবরে, আমিও ভেঙেছি কত- ঝড়ে
তোমাকে ডেকেছি কালিন্দী, দেখেছি আঁখি গোলাপে সজল।

যেতে যেতে এক সাঁঝবেলা, কেশ উড়িয়ে কে যেন যায়,
আমি বলি থাকনা অচেনাই মুখ, তবু এই মন বারে বারে চায়-
তবু জানি মানবী কোন একদিন, মুছে যাবে সে পথের চিন,
হয়তো তবুও পথে পাওয়া মুখ, রয়ে যাবে নিভৃত নিরালায়!

৩৮

যে কথা বেঁধেছিল দানা, বলেছিলাম কালিন্দী নদীর জলে,
আর কথা হয়নি কোনদিন, তাও ভেসে গেছে গাঙুরের জলে।
আমি নই মৃত লখিন্দর ; বেহুলাও পাশে নেই ভেলার উপর-
শুধু কিছু স্মৃতি ফিরে আসে, মায়াবী চোখ করে টলমলে।

গাঙুর তো রুপকথা নদী, আমার নদী নয় কোন কল্পকথা,
তার ঢেউয়ে চাঁদ ভেঙে ভেঙে, হেসে হেসে বলে কত কথা!
জানো মানবী নদী মরে গেছে , মাটির নীচে সুখ হারিয়েছে।
যে সলীলা চিনেছিল এই শরীর, কি করে বল ভুলি তার কথা।

এ বিকেলে মনহয় দিকহীন আমি, চারদিক ঘিরে আসে যামী,
ঘ্রাণহীন মালতীরা ফোটে, জানোতো তারা সব রাত অনুগামী।
রাত? রাত - ফাগুনী সকাল, সাধ আর স্বপ্নে বিভোর মাতাল-
ফুল ফুটে ঝরে যায় বাগে; বল, ফুটেছি না ঝরে গেছি আমি?

৩৯

তবু আমি থাকি অপেক্ষায়, তুমি যে এড়িয়ে যাও তাও বুঝি,
সাঁঝের ঢলে, সব যেন ভুলে, ভুলের ভানে তোমাকেই খুঁজি!
তুমি জানো এ বিকেল দ্রুত মৃয়মান, আঁধারে হারাবে সব শান
আমি জানি, তুমি খোঁজ সকাল, আমি হাতড়ে শুধু চাঁদ খুঁজি!

জানিনা মানবী মন কি চায়, তুমি না মৃত্যু, অথবা আকাশ,
অনন্ত এক পৃথিবী ঘেরা, যেখান শুধুই ভালবাসার চাষ-
অথবা নিদাঘ দুপুরে বৃক্ষছায়া, শরবতী ঠোঁট ভরা মায়া-
তুমি এখানে, এই নদীতীরে- প্রিয় ফুল দু:খ ভোলানো সুবাস।

আমার মনের খবর জানে, দুরের, এক পশলা বন্ধ্যা মেঘ
নিদয়া, নয় আশ্রুমতি, চলে যায় -যেখানে বাতাসের বেগ!
অথচ জানে না সে আমার অসুখ, বাগানভরা জলহীন বুক-
মন চায় উজাড় খোলাবুক, আর এলানো চুলের অভিষেক!

৪০

খুব ভালো হয় কিছু কষ্ট যদি, বুকের মধ্যে জমা থাকে,
আরো ভালো কিছু অপেক্ষা, মনের কোণে সাজানো থাকে।
তার চেয়ে আরো ভালো কি? বল, এই বুকে জমা রেখে দি;
না অশ্রু আমি জমাবোনা, ওতো জমেছে সাগরের বাঁকে!

আমি শুধু এই বুঝি মনে, কোনভাবে বুঝিনা তোমাকে-
সাথে সাথে এটাও সত্য, বুঝি নাই সত্যি,আমিও আমাকে,
অলিন্দে পাখী, কেউ ডাকে আয়, কেউ বা পাখীকে তাড়ায়
হ্যাঁ, জগতের হিসাব একার- কে হেথা মনে রাখে কাকে?

আমি শুধু ফুল যাই বুনে-, ফুটবে কবে দিন যাই গুণে,
আমি দেখি তোমার হাসি মুখ, এ বিকেলে- এই কথা শুনে!
জানি মানবী, আমার বিকেল, ফুটবেনা আর কুসুম অঢেল,
আমার প্রতিক্ষণ, কিছু কষ্ট, কিছু সুখ- আবেগী আকাশ বুনে!

৪১

ইচ্ছে করে ভাবনাগুলোর নাম দিয়ে দেই যা খুশী তা,
কি নাম দেবো নীলচে বোধের, যাকে বলি বিমর্ষতা!
নীল নিয়ে গেছে সাগরের পানি, নীল হল আকাশখানি
বিকেল নিজেই অদ্ভূত অনুভূতি- সব পথেই এক রুদ্ধতা।

চোখে চশমা লেগেছে বলে, দেখার সাধ কি গেছে কমে?
নতুন কিছু দেখতে চায় চোখ, কারো কথা মনে অনুরণে!
শুধু ভালো আছি কিনা তাই, এ বিকেলে বল আর কি চাই?
দেহ, সময়ের নৌকো যায়, দূরে যায়- কাছের সাধ শুধু মনে!

এ অসুখে শুধু আমি নই, হয়তো তুমিও মনেমনে একা,
তুমি চেয়ে থাকো দূরে দেখ বিষন্ন সাঁঝের দিগন্ত রেখা।
ঘ্রাণ নিতে কতযে সময়, লেগেছ কাটতে মানুষের ভয়;
মানুষের বেঁচে থাকা মানবী, মৃত্যুর সারি থেকে শেখা!

৪২

এই দেখ আমার দু' হাত, অপারগতার কতকিছু লেখা,
অতশী কাঁচ লাগেনা মানবী, খালিচোখে দেখ কষ্ট রেখা!
তোমারও আছে তাও জানি, কার পরে তুমি অভিমানী,
ধ্যানে জ্ঞানে, শয়নে, স্বপনে, জেনেছি একা আমি একা!

শুধু উচ্চারণ করি যদি সুখ, ভীড় করে কত কালো মুখ,
যদি বল দুখ, চারপাশে গুঞ্জন, হাহাকারে কাঁদে কত বুক
এইসব অর্থহীন কত আচরণ, সয়ে সয়ে বুড়ো হয় মন-
ক্রমাগত বুড়ো হতে হতে, রঙিলা মন হয় নিশ্চুপ।

এ বিকেলে কিছুই চাইনি আমি, বৈভব দিন, ছন্নমতি রাত,
চাইনা কোন ফুল, চাইনা ঘ্রাণ, চাইনা মধুমুখে মিছে সম্পাত!
শুধু চাই নিরেট এক বুক, যা আছে তাই নিয়ে ভাবে এই সুখ-
কষ্ট লাগে বন্ধু হলাম উড়াল ভূমীতে-অপেক্ষা; উড়ালের রাত।

৪৩

যদিও ছিল মেঘবিহীন, নিরালা নিভৃতে বিকেলবেলা,
তখন মৃদুলায়, গোলাপের দল খুলে খুলে পড়ে একেলা!
হ্যাঁ প্রিয়া, মনে হতে পারে, আড়ালে এলাম চুপিসারে-
সত্য হলো উদয় প্রভাত-তারপরেই তো সাঁঝ বেলা।

যদিও আমার মন জ্বলে থাকে, মানুষ হিসাবে নিঃষ্প্রভ,
বাইরে যা পোড়ার শেষ হয়েছে- এখন যা আছে অন্তঃদহ!
যদিও দেহের মৃত্যু একবার, মন মরে প্রিয়ে কত শতবার
জন্ম সে তো মায়ের বোধে- মৃত্যু নয় আমার-আজ্ঞাবহ!

কি এসে যায় বল মানবী, মেলেনি উত্তর কত প্রশ্নের-
ভিসুভিয়াসের মৃত্যু কাব্য লেখা হয় কত আবার ফের!
মানুষ মরে হয় মৃয়মান, মরুতে হারায় স্বর্গের গান-
আসা যাওয়া তো উদোম গল্প, স্বর্গ মর্ত্য শুনেছি ঢের।

৪৪

বলেছিতো মানবী বহুবার, একটাও নয় শব্দ কবিতার
কিছু কিছু একান্ত দুঃখ শোক, নিয়ত সাথী আমার।
মনে শুধু লিখে রাখি তাই, অমৃত বলে পান করে যাই-
না ফাল্গুনী হাওয়া, না জ্যোৎস্না না লাবণ্য তোমার!

তবুও মানুষ তো আমি, দুঃখ পেলে তোমার দিকে চাই,
কেন চাই যদি প্রশ্ন করো- উত্তর - কিছুই জানা নাই!
এত নয় খোঁজা দখিনা হাওয়া- কষ্টে কারো পানে চাওয়া
যার দিকে চাই কি দিতে পারে সে- জানি তারও কিছু নাই!

জানো মানবী, ভালো লাগে, তাই দল ঝরা গোলাপ নিয়ে
হা হা এই বিকেলে পথের পাশে, তোমাকে ডাকি প্রিয়ে।
অসহায় বলে দলবেঁধে থাকি-মানুষ খোঁজে মানুষের রাখি
মনেহয় এই জগৎ জেগে আছে, নিঃস্বদের নিঃস্ব প্রেম নিয়ে।

৪৫

ভেবে দেখ এক ফুলদানী, এক মুঠো ফুল সেখানে গোঁজা,
একটি ফুলদানী বিন্যস্ত হতে, লাগে কি ফুল এক বোঝা?
কেউ চায় বেশী বেশী- কেউ আবার কমেতেও খুশী-
কেউ ভাবে ফুলদানী এমনি সুন্দর কেন শুধু চাপাও বোঝা?

এ সব মানবী আর কিছু নয়- মানুষের ভেতরের সাধ-
সাধ নিয়েই যত যন্ত্রনা, সাধ নিয়েই পৃথিবীতে যত আর্তনাদ।
ফুলদানী নিজেই কত সুন্দর, অথবা একটি ফুলেই মনোহর।
কাটছাট সবচে কঠিন জীবনে-যদি কাটতে হয় জীবনের সাধ!

এই সব পাঁচ মিশেলী ভাবনায়, আমার বিকেল কেটে যায়-
মনের ভিতর অবিন্যস্ত স্মৃতি, কত ঘাস কত লতাপায়ায়।
তোমার সাথে দেখা হোল ফুল,যখন ফুলদানী ভরে গেছে ঝুল
শরমে মরমে প্রতিদিন মরি-মনেমনে প্রতিদিন এই অবেলায়!

৪৬

আমি জানি; আমি জানি, তুমিও জানো সে উপত্যকা,
যেখানে ফুল আর মৌমাছি- নিরালায় কথা বলে একা!
ঘুম পেলে মৌমাছির যদি- পাপড়িতেই ঘুমায় নিরবধি
এমন তো আমিও চাই, তুমিও; ভাগ্যে ছিলনা তা লেখা!

আমি লিখতে চাইনা কবিতা, খুঁজিনা কখনো সুন্দর মুখ,
যদি বল দ্বিধাহীন মেনে নেবো, এ আমার মনের অসুখ!
শোনেনা বুকভরা অভিমান- পাতার ঝরে যাওয়া গান-
এ বিকেল শুধুই আমার একার- যত দুঃখ যত আছে সুখ!

কারো বোধ কারো মত নয়, কেউ দুঃখ সয়, কেউ অভিনয়,
আমিই আমাকে বলি কথা-একান্ত আমার কারো তরে নয়!
তবুও আমি নই সহজিয়া, পাপিয়া বুক কাঁদে পিয়া পিয়া-
বলি একা, হে ভাগ্যরেখা, যেথা চেয়েছিলাম- হওনি উদয়!

৪৭

কয়টা ফুল ফোটে মানবী, বল তোমার বিন্যস্ত বাগানে?
অলক্ষ্যে পৃথিবীতে, দিবালোকে অথবা দিবা অবসানে,
হাসি নিয়ে কত ফোটে রাতে, কত ঝরে কান্নার ঘ্রাণে
তুমি কেন বিরাগী মন, ফূটুক দুঃখের ফুল যদি সয় প্রাণে!

কোন একদিন কিছু ফুল হাতে, কোন এক সন্ধ্যারাতে-
তোমার সামনে অহেতুক কথা- ফুটেছিল ফুল আঙিনাতে।
যে দেহে সদা বিকেলের গান, কি করে গাই খুলে প্রাণ-
জাগতিক বিড়ম্বনা, তাই বলি তারা হবো মাঝ রাতে!

এ মিথ্যে নিয়েই আমার সময়, বলি না কখনো মন যা কয়,
দিনে দিনে শৃঙ্খলিত হই, এমনি বাড়ছে আমার বিষন্ন সময়!
যা লেখে তোমাকে নিয়ে এইমন, সব তার অনেক পুরোন-
সত্যি বলি, মনে হাসি পায়-সকালের কথা বিকেলে উদয়!

৪৮

যত পারো ঝরে যাও, হে আমার স্মৃতির বকুল,
পাল তোলা হালহীন নাও, দেখে শুধু ভাঙন দুকূল!
জেগে থাকে মন দিকহারা- প্রতীক্ষা তার শুকতারা-
বৃক্ষের বাকলে ভালোবাসা; সেতো-শুধু ঝরা ফুল।

আমি জানি নদী বুক, রাখেনাতো নৌকার চিন-
জলে নেই লেখা জোখা, কোন মাঝি হয়েছিল ঋণ!
কবে কখন কোন নেয়ে, কোন গান গেল গেয়ে-
আমি জানি নদী ঢেউ, আপনমনে-চলে উদাসীন!

মানবী, নিদয়া জীবন সত্য, ফুরায় দিন হাত থেকে,
কি পায় জীবন - বুঝিনা, বেদনার স্মৃতি মনে রেখে!
দিকহীন জীবনের রথ - ভুলে যায় ফেলে আসা পথ
দীর্ঘছায়ার দীর্ঘপথ-যদিও প্রেম তাতে আছে মেখে!

৪৯

বিকেলে বল রোদের কি ভয়, তারচেয়ে অস্ত দেখিনা আবার,
মেঠোবুকে প্রতীক্ষা প্রহর, কিছু পরেই, ফুল ফুটবে আবার!
জানি মানবী, মানুষের মন- এক ফালি জমির মতন-
ওখানেই ফোটে কত বিষাদের ফুল- এবং স্বপ্ন কতনা আশার!

তোমার আঙুলে যদি কথা বলে- কেবলি গজানো বৃক্ষ পাতা,
একান্তে প্রেম নিবেদনে তোমার কুন্তলে হেলে পড়ে লতা!
বল বল জ্যোৎস্নামতি- তোমার চে' কে আর আছে ভাগ্যবতী
কুসুমেরা গেয়ে ওঠে গান প্রাণে- ভাঙে নাই কোন নীরবতা!

রুপের ভিতর যে অন্তরুপ, আমি দেখি দেখেনাতো কেউ,
হয়তো আমি সেই উন্মাদ, গুনে যাই ঝঞ্ঝার সাগরের ঢেউ!
একান্তে জমেছে কত ধূলো ঝুল, তবু ফুটে থাক বিষন্ন ফুল
চাও না তুমি জানি, শুধু আমি জানি, জানবেনা আর কেউ!

৫০

অলিন্দ থেকে সুগন্ধ এসেছে; পূবে ফিকে-ভেজা রাতে,
তখনই ভেবেছি বেলীর ঝোপ! আচ্ছা থাক, দেখবো প্রাতে!
অবাক - একটি বেলী ঠাঁসবুননে- ফুটে আছে পাতার কোণে-
কেমন করে ও ফুল পেলো- যে গন্ধে আমার পরাণ মাতে!

মানুষের মন বড় অদ্ভূত-এই আমি, মনে করি আকাশ আমার-
অশ্রুমতী মেঘ, মায়াবতী চাঁদ, সেই, সেই নদী- একান্ত আমার
এ জগৎ তো লুটেরাদের হাতে, লেখা আছে তা ইতিহাস পাতে
তবে কেন তুমি নও লুটেরা, কেন নই আমি- প্রশ্ন আমার!

পৃথিবীতে কারো কিছু নেই, বোহেমিয়ান মন শুধু ছাড়া,
আর আছেঃ নদী নয়, মেঘ নয়, চাঁদ নয়, নয় সাহারা-
ফুল নয়, গন্ধ নয়, পাখী নয়, রুপ নয়, গদ্য পদ্য কিছুই নয়
শুধু সোনার শেকলে বাঁধা পাখী আর আছে মায়াবী কারা!

৫১

বল কাকে ধিক্কার দেবো, কোন নদী নেবে অশ্রুভার,
এ শুধু আমার ক্ষোভ নয়, যে বোঝে তার জীবনসার।
অকপট উত্তর সবার- কেউই চাইনি এই দুঃখ পারাবার
যাকে বল জীবন ও মন, ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিষাদের ভার।

কে চেনে রাত আমার মত-অথবা কেউ ছিল আরো নিদ্রাহীন,
আমি জানি সেই জানে-কি সেই আপনায়, আপনি অন্তরীণ!
তুমি হয়তো রাতে বিলাসী ছাদে, পেয়ালার প্রেম ঢালো চাঁদে
তুমি কি দেখনি আঁধার মিছে স্বপ্নের জাল বুনে রাত উদাসীন!

ক্ষমা করো মোর অপরাধ, মাধবী রাতের সেই অভিলাষ
না বলাই থেকে যাক কথা- আপন করে নিক সব দীর্ঘশ্বাস!
কত গল্প লেখা শুকনো পাতায়, কি থাকে তার যখন ধূলায়
শুধু ভালো লেগেছে তখন, ক্ষণিক হারানো তোমার মায়ায়!

৫২

কিছু কথা ঠিক শুনতে পাই, কর বা না কর উচ্চারণ!
লুকায় কত কিছু ঐ শশীমুখ, লুকাবে কেমন করে মন।
আমি ঠিক এই বুকে শুনি, ও বুকের হৃদয়ের ধ্বনি -
বসন্তের কত ঘ্রাণ বয়, কেমন সেজে থাকে মনের কানন!

৫৩

কে না জানে বাগানের কথা, ফুল ফোটা আর ঝরা,
ফুটে ওঠা ফুল দেখে, আরেক ফুলের ঝরে পড়া,
অথবা ঝরে পড়া ফুলে দেখে, কুঁড়ি আসে যৌবন মেখে
দেখে রাতের পরে দিন, অথবা দিনের পরে রাত মনোহরা।

মানুষের কিছু হাতে নেই, শুধু আছে এক ভোলা মন,
আর আছে অদৃশ্য শেকল, শৃংখলিত কান্না হুতাশন!
ধর,কোন মৃত্যুর খবর, তোমাকে করলো জর জর-
কিন্ত পারলে অশ্রু ঝরাতে? তুমিই অশ্রু করবে বারণ।

এ ভাবেই জগৎ মেকী হয়ে গেছে, মানবী তুমিও মেকি-
হ্যাঁ আমিও এখানে মেকি, হয়ে গেছি সামাজিক ঢেঁকি
শুধু ভানি সমাজের ধান, সেখানে নেই কোন নিজস্ব প্রাণ-
যদিও প্লাবনে ভাসে বুক, লুকাও তোমার অশ্রুর আঁখি!

৫৪

তুমি বল তুমি সব জানো , জেনে গেছো আমার এ মন,
তিন সত্যে বিশ্বাসী তুমি, তুমিই আমার সবচে আপন।
মনেহয় বাগানের গোলাপের থোকা, মন টানে যায়না রোখা,
তেমনি অধরা মায়াবতী ক্ষণ শশীমতি, মেঘবতী সময় এখন!

আমি জানি যত ডানপিটে, নিজের পিঠ নিয়ে বড় সচেতন,
কি বা প্রয়োজন আপ্লুত হওয়া, অস্তের রঙে আবেগী অকারণ!
দুই শব্দ সাধ-সাধ্য, অভাগা বড় তবু একে অপরে আরাধ্য
দীর্ঘশ্বাসের গীত সুরহীন বয়, বসন্তের মৃদুলাতে কত হুতাশন।

বিকেলী কসম- ইচ্ছে করে, গোলাপ ভরে রাখি বুকের পকেট
ঘ্রাণে ছুঁয়ে বেজে যাক হৃদ, হতে পারি মানবীর গলার লকেট!
পেয়েছি উত্তর শুধু নীরবতা- নীরবতা মৃত্যু-ভালোবাসি কথা,
কত ফুল কত কথা আর মাটি, নিমজ্জন করবে কবরের পেট।

৫৫

অবাক হয়ে ভাবি মানবী, কি নীরব তুমি যে আকাশ,
যেখানে আমার বুকে ঝড়; তুমি রও নিঃশব্দ শ্বাস!
আমাকে ডুবায় আবেগী প্লাবন-তুমি তখন বসন্ত বন-
বকুলের তারা খুঁজে মরি-তুমি তখন আঁধারি আকাশ!

যদি হয় স্মৃতিভ্রম হয়ে যাক, মেনে নেবো অন্তরে তাই,
আমিও তাড়িত নই আর- যদি কোন নাম ভুলে যাই!
মানুষের নাম দেখ প্রতিদিন, দিনে দিনে আজ অর্থহীন;
ফুলগুলো বদলেছে নাম, ভালোবাসার নাম কোন নাই!

ভুলে যাবো নাম মানবী তোমার, যা খুশি তাইহোক নাম,
কি এসে যায় বল শোভা, যদি তোমায় ডাকি আমি শাম;
অথবা ডাকি যদি কালি, অথবা ফুল অথবা রুপালী -
আমি জানি নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস, পায়না টের হৃদয়ের ধাম!

৫৬

কী সুর বাজে নিভৃতে মনেমনে, কোন সুদূরের সেই বাঁশী,
কেন মনে পড়ে সেই বিকেল, নাক ফুলে হৃদয়ের হাসি!
মানুষের মুখে সব সুধা থাকে, শুধু চোখ কত ছবি আঁকে
বাঁকানো গ্রীবা, অস্ফুট ঠোঁটে, বেজে যায় অপ্সরা বাঁশী।

বিকেল এক অদ্ভুত ক্ষণ, যদিও এ আঙ্গিনার বকুলের বন,
যা ঝরার ঝরে গেছে প্রাতে- আমি নিয়ে আছি শূন্য উঠোন।
আবার দেখ, প্রিয় মানবী, আকাশ কেবলি বিকেলের ছবি-
এখনো বাকী নামতে আঁধার-তারার বকুলে আকাশের বন!

কোন প্রহর ধরা আছে, জানিনা- আমার এই দুই করতলে-
গোলাপ বাগিচার স্বপ্ন যখন, অপ্সরী নদীতে ক্ষীণ স্রোত চলে!
যদি থাকে হৃদয়ে নিক্তি তোমার, মেপে দেখ ইচ্ছা আমার
বুঝবে কেন বিষাদবাঁশী বেজে চলে-এইক্ষণে এই অস্তাচলে?

৫৭

কারো মন বেতাল একদম, জোনাকির সাথে সাঁঝে খেলা,
এটাসেটা এমন কেন মনভরা প্রশ্ন জেগে থাকে সারাবেলা।
আমার ইচ্ছে করে ঐ নীল গগন, কেন নয় বল বসন্ত বন।
লতায় লতায় ফুটে ফুল, তোমার কেশে যেন শোভা পায়!

দেখ, কেউ কেউ জন্ম থেকে, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে থাকে-
কেউ দেয় সহানুভূতি শুধু, প্রেম কেউ দেয়না তাকে-
আমিও জানি-তাই করি খেলা-শব্দ ছবি নিয়ে বিকেল বেলা
হ্যাঁ বলতে পারো নানান সাধ, পাগলামী মনের তাকে তাকে।

আমি যদি অন্ধ হয়ে যাই, কেমনে সাজাবো তোমার প্রিয়মুখ -
অথবা ধর যদি মরে যাই, হারাবে বেঁচে থাকার সব সুখ।
তাই শুধু খেলা নিয়ে থাকি, দিন গুনি, আর কতদিন বাকী।
তাই তুমি গাও গান পাখী,হয়তোবা ঘ্রাণে ভরে রবে বুক!

৫৮

হ্যাঁ, মোহিনী, হতে পারে নাম, কোন এক বিরানের বনফুল,
অথবা জ্যোৎস্নায় ঝরা শিশির, সিক্ত সুবাসি সকালি বকুল!
মোহিনী হতে পারে ছায়া মেঘ, হতে পারে মায়াবী আবেগ-
সাগর জমে চোখের পাতায়- তুমি যদি চাও বদলে আমুল!

আয়নায় কতবার দেখি, চোখেতে এখনো জ্বলে রোদ,
প্রাণের আঙিনা ভরা ফুল, লাল নীল দুঃখের বোধ-
তোমার পথ ভরা সুরে- মোহিনী বেজে যাও অনেক দূরে
আমি এ বিকেলে শুধু চেয়ে দেখি- ক্রমাগত হই অবরোধ।

বিকেলে থাকে শুধু অতীতের সুর, আমি জানি, তুমিও তাই-
বৃন্দাবনেও যত শ্রুতি ফুল, ফুটিছে চাঁদ হাট কত শত রাই ;
আমি জানি কোনদিন দেখ নাই- মেঘেঢাকা চাঁদ নিয়েছিল ঠাঁই
বৃক্ষের পাতায় খুঁজেছো জীবন অলক্ষে চাঁদ চোখে পড়ে নাই!

৫৯

মনে পড়ে কোন মালতী সাঁঝে-কৃষ্ণপক্ষ ওঠেনি তখনো চাঁদ,
ভাঁটবনে ফাগুন, ঝিঁঝিঁদের গান, জোনাকির লীলাময়ী হাট!
কালো কালি আঁধারের বুকে, রেখেছিল মনের পাতায় টুকে-
এখনও মনেহয় চাঁদহীন রাত- ছিল যেন জোনাকির মাঠ!

জানি মানবী, নিয়নে ঝলসানো তোমার সেই মেঘবতী চুল-
আশার বীজগুলো মুঠো করে, বাগানে ফোটা সারল্য ফুল-
জানি স্বপ্নে পুড়ে গেলে বুক, আরোগ্য হয়না অচেনা অসুখ-
তবু রেসের ঘোড়ায়- ছুটে চলে নোনাজলে- ভাসায় দুকূল!

আমি বলি শোন মন, যদিও শহর, জোসনা পরে থাকে পথে-
কবে প্রেম চলে গেছে এই পথে- কে জানে কোন ভাঙা রথে-
তবু চেয়ে আকাশের পানে- মেঘ যদি ডাকে কোন গানে-
যে চেনেনা আজো পথঘাট- কি করে বলি-যাবো কোন পথে!

মানবী এবং বিকেলী ফুল

৬০

কেউ নেই- কেউ ছিলো না, শুধু কিছু জোনাকির আলো।
বুকের বৈয়ামে আছে তারা- মন বলে আজও বাসে ভালো।
সূর্য্য- তার বেশী কড়া রোদ, পেয়ালায় ভরা তিক্ত আমোদ!
হ্যাঁ মানবী, চাঁদ নয়, সূর্য নয়, আলো তবে ক্ষুদ্র আলো!

তাই বলি, শোন শশীমতি, এই মন বিষাদের বাঁশী,
হয়তো অশ্রু নেই চোখে, তোমার কিরণে ঝিলিকের হাসি
যদিও প্রাণ চায় ঐ মধু মুখ, ভরে রাখি কৌটার বুক।
জানি তুমিও মিলাও ধীরে-জীবনের পথ নয় অবিনাশী!

তুমি যেন এ বিকেলে,পারদের বল, কমল পাতায় থাকা জল,
আমার এ সরোবর কাঁটার হৃদয়, জানিনা কেন রয় অবিচল-
তোমাকে নিয়ে যত করে ভয়, শনশন ঝড়ো হাওয়া বয়,
হাওয়ায় কম্পিত এ বুক থেকে -কখন ঠলকে হারাও অতল!

৬১

এক জাররা ভালোবাসা যদি, আমার জন্যে হয় উদয়,
মনের কপাটে তালা মারো কালি- হয়ে যাও আরো নির্দয়।
নাহয় কখন শরবতী ঠোঁট, যদি বলে ফেলে উলোটপালট
বয়ে যাবে সুনামি চাঁদে-জ্যোৎস্নায় ডুবে মরবে এ হৃদয়!

প্রিয় মানবী প্রিয় বাগিচা; ফুলের কান্না শোনেনা বনমালী
কার নাম লিখি মনের পাতায়, বোঝা দায়-লেপটানো কালি
যদি চাও পড়তে সে পাতায়, এসো একদিন প্রিয় মমতায়
বিকেলী বাগানে নি:স্প্রভ রোদে, ফোরেনি সেথা মধুমিতালি।

৬২

আমি চেয়েছিলাম বকুল ছড়াতে, বিকেলে বাসন্তী আকাশে,
হঠাৎ মানবী, ও পাশ ঢাকলো, এক আগুনবতী মেঘ এসে-
আমি জানি যদিও আগুনবরণ, কৌটো ভরা শীতল বরিষণ
কি জানি হয়তো শুধু কল্পুনা- ও মেঘে আগুন সত্যি আছে!

জানিনা কিভাবে এ দেহ রসায়ন, কখন যে মেশায় বিষাদ,
কখন চাঁদ দেখে হয়ে ওঠে কবি, কখন জ্যোৎস্নাস্নাত উন্মাদ!
এই যে আমি মন ভরা বিষে, খুঁজি এক শিশির ঘাসের শিষে-
তুমি দেখ এক আবেগী কবি -দেখোনা অন্তরে কি আর্তনাদ!

তুমি আমি আমরা সবাই- ফুলের গন্ধে প্রেমে পড়ে যাই-
সে গন্ধ যে ফুলের মৃত্যু - কোনদিন কেউ ভেবে দেখি নাই!
যত গান আসে আসে এই প্রাণে, সে অর্থ শুধু মন জানে-
আর বাকী শুধু সুর শোনে- আত্মার অর্থ কেউ বোঝে নাই!

৬৩

আমি খরস্রোতা নদীর পারে, হে আমার আবেগের ফুল-
দীর্ঘ ছায়ার পাশে দাঁড়িয়ে কেউ বুঝি- হতে পারে ভুল!
কোনদিন চিনি নাই যাকে-মন কেন ছবি তার আঁকে-
মনে মনে হাসো যেন চাঁদ-'রাধাকে চেনে না এই সে রাতুল'!

আমি কোনদিন বুঝি নাই-যে গাছ বিবর্ণ সেও কাঁপে বসন্ত বায়
রাত নেমে এলে বুকে-স্বপ্নে দূর থেকে কে আসে ধীরপায়
আমিও পেতে রই কান-ঘাটে যেন প্রস্তুত রঙিলা সাম্পান
সে পাশে রইলে আমার-আটকাবোনা আমি কোন সীমানায়!

জানি কোথায় লুকাতে চায় তার সেই শরবতী মুখ
এ বিকেলে বুঝি আমি এ আমার অবেলা অসুখ-
সত্য এই কেউ নেই আমার-অজানা কেউ অপেক্ষায় ওপার
তবু আমার মন চায়- মনে রাখি ঐ প্রিয় মুখ।

৬৪

আমি কখনো বলিনা মানবী, সাগরে যাও খুঁজতে জল,
আমিতো বলিনি আমার জন্যে-ডুব দাও প্রেমে অতল!
আমি চাইনি কেউ করে গান, অথবা সাজায় বসন্তবাগান
আমি জানি মরু এ বুকে- লু হাওয়ায় কাঁদে স্বপ্ন শতদল!

তুমি জানোনা, আমার আবেগী নিশি- স্বপ্ন খুঁজে খুঁজে মরে-
আমার সাম্পান সেই কবে থেকে- ডুবে আছে জলহীন চরে!
এবং সেই রঙ্গিলা পাল, বিবর্ণ জ্যোৎস্না সাধের আকাল
তুমি, হ্যাঁ তুমি, সেই তুমি, ডুবে গেছো অজানা কোন স্তরে!

আমি যখন চর ভেঙে ফুটি হয়ে এক বুনো ঘাসফুল
তুমি তখন তপ্ত চরে পায়ে হেঁটে হেঁটে খোঁজ নাক ফুল
আমার হাত তখন বালি ঘড়ি, সময় সব গেছে ঝরি
শোন নারী, জেনে রেখো, নীল রং মুগ্ধকর নেই যার কূল!

৬৫

না তুমি নও সে রাতুল, অন্য এক নীলের অন্য এক চাঁদ,
ঝাঁপি ভরা কত আলো, নেই আর জোনাকির সাধ!
অথচ আমার নেই যেন কাম, ভরেছি জোনাকি পুরনো বৈয়াম-
কেশুতির ফুল খুঁজি পথে- অদ্ভুত প্রেমিক মাথা খোয়া চাঁদ।

কি করে বলি কত যে শরম, তিনকাল পরেও মন উটাচন,
কেন বল ভাবি নাই, ওপারেই আছে ঠাঁয় বাহাত্তর জন!
কি দোষ বল জগতের, এখানে লেনদেন সব নগদের -
আপাতত সাধগুলো রেখে দাও সাদা চুলের বেণীর মতন।

কেউ কেউ আছে এক রোখা, রাতের মত বিছিয়ে শরীর
অদেখা রাতের ফুল সব- মৌমাছির নেই কোন ভীড়-
জপ করে স্বপ্নবুনে- বারবার বয়স খোঁজে কর আঙুল গুনে-
বিকেলী গল্প আর বাসি ফুল, মুখে শুধু ভান এক ব্যর্থ কবির।

৬৬

যা বুঝেছো সোনালী কলম, রেখে দাও কালির অন্তরে,
লিখতে নেই মনের সব কথা, সব কথা হয়না অক্ষরে!
তুমি দেখ নাই রুপসী আমার, নির্জনের অনন্ত আঁধার
কথা হয় অশ্রু, কথা হয় হাসি, সবই হারায় কালির বিবরে।

ধর তোমার কাল রাতে- স্বপ্নে ছিল বিশাল এক চাঁদ-
তুমিই হয়ে ওঠো রুপবান কেউ, বিছাও কথার কত ফাঁদ,
সে এক, একা একা দাবা খেলা, রঙিলা কাটাও রাত্রিবেলা
অথচ এই তুমি আর আমি- গলাটিপে মেরে ফেলি সাধ।

জীবনের কাছে বহুকাল আগে, দিয়েছি লিখে এক দাসখত,
মানবী, যদি আমায় দাস ভাবো, নিশ্চুপ র'বো নেই অভিমত।
তবে হ্যাঁ, এই বিশ্বাস, ভালোবাসার যত অভিলাষ
এ দাসত্ব ভালোবাসি তাই-পরাজয়ের প্রার্থনার দুইহাত রত!

৬৭

খঞ্জর চেনেনা প্রেমিকার বুক, চেনেনা অশ্রু চেনেনা আঁখি,
রঙিন চুড়ির মমতা বোঝেনা, চেনেনা শরাবী চেনেনা সাকী!
চেনেনা কবিতা চেনেনা ফুল, চেনেনা জ্যোৎস্না চাঁদ অতুল-
চেনেনা ছন্দ, চেনেনা সুর, চেনেনা মনের বাঁধা রাখি!

দুই ধারে যার হত্যার সুখ; হোকনা কোন মাধবী রাত,
হোকনা ফুলেল গন্ধে মাতাল পঞ্চকলির সুলেখা হাত!
হোকনা নুড়ির চিত্রে আঁকা, অথবা সুরেলা রাত্রি ঢাকা
সে শুধু বোঝে দু' ধারে কখন বইবে সুখের শোণিত পাত।

তবু মনে রেখো মানবী আমার, কখনো কখনো এমন হয়,
খঞ্জরের মধ্য শিরায়- অব্যক্ত ভাষায় কান্না বয়-
আমিও তোমার ধারালো মনে, নিহত হই কত হুতাশনে-
লিখিত হয়না কোন এপিটাপ- মনেই গোপনে কবর হয়।

৬৮

পরগাছাতে আষ্টেপৃষ্ঠে দেখনি কোন বন্দী গাছ?
অনেক মানুষ বন্দী এমন, তাদের দেখি সকাল সাঁঝ!
চরায় বন্দী নদীর বুকে-হাওয়ায় মেলে কোন অসুখে-
কি সুর বাজে অসুর হয়ে সেই নদীটার বুকে আজ!

পরাজিত হয়ে আর কতবার, পরাবো তোমায় জয়ের মালা,
তোমার জয়ে আমার মনে শত সংগীতের নৃত্য পালা।
আর তুমি সেই বেভুল রাধা, বোঝনা কারো সাধনা সাধা-
প্রেমের গোকুলে তোমায় সেধে- পাগল হয়ে বেড়ায় কালা।

পরগাছাতে আটকে গেছো বালা- আপন যখন মনের জ্বালা
অভিমানগুলো রুপবতী হয়ে- রঙিলা স্বপ্নে করে খেলা!
বিকেলে, ঘুনপোকাদের বাসা- দখল পুরো চাঁদের আশা-
স্বপ্ন তোমার মৃত লখাই- গাঙুর জলে একা তোমার ভেলা।

৬৯

কতটুকু চেয়েছি বল, কতটুকু দিতে পারো ফুল,
আছে-শুধু ঘ্রাণ, উবে যায় বাতাসে কি যে উন্মূল।
তবে ফুল তাই হোক- উড়াও ঘ্রাণ, দেখোনা শোক-
চেয়োনা কারো তৃষিত নয়ন, যেথা উত্তাল সাগর অকূল!

এটা নয় কোন প্রেম কথা, উবে যায় যাক সব ঘ্রাণ-
হে বৃক্ষ, মন বলে সদা, জুড়ে থাকো আমার বাগান।
শেকড়, কান্ড ফুল ফল পাতা, জড়িয়ে থাক নীরবতা
আমি হবো চাঁদ মাথার উপর- বহুদূরের স্নিগ্ধ রওশান!

যোগী যদি যুবক হয়, তার নাম হয় যে প্রেমিক-
আর যদি উৎরায় বয়স- সে যেন শুধু মাঙে ভিখ-
বলিনি সত্য গোলাপের ঝার; দেখ নাই নদী পারাপার-?
যেখানেই ভাসুক জীবনের নাও- চলছে সব ওপারের দিক!

৭০

আমার মত করে হে মানবী, কে রাত্রি বল দেখেছে আর-
এই বুকে রাতের মৃত্যু দেখি, জন্ম দেখি রাঙা উষার!
তুমি দেখ নাই কান্না নিশির, ঘাসের কপোলে অশ্রু শিশির
কি স্বপ্ন তুমি আঙুলে খেলাবে, এখনো ঘুম ভাঙেনি যার?

এ বিকেল ছিল অদ্ভূত আজ, অচেনা মেঘে নামলো সাঁঝ,
আমি ভেবেছি বিকেলী রোদে নাকফুল জ্বালাবে কেশরাজ-
নাকফুলে আজ আধিছায়া-না আছে সেখানে কোন মায়া-
কেমন গুমোট কি বলি বল- অভিমান ছিল বুকের মাঝ‘

আমিও জানি, কালির ভেতরে, অনেক লুকানো রয়েছে শোক,
সে কথা কখনো লেখেনি কলম শুধুই তোমার ভিজেছে চোখ-
আমি বেশ বুঝি কান্না সুর- বাঁশরী কেন বাজে থেকে দূর-
অজানা জানা কত ভয় বুকে চোখের বাইরে অজানা লোক!

৭১

অর্থহীন বিষাদি অপেক্ষায়, আর চাঁদভোলা খেলা;
মন জানালার গরাদ ধরে, যায় যে আমার বেলা।
তুমি জানো লুকিয়ে কালিতে; ভরা থাকে সুর ও গীতে
কে ভালোবাসে তাকে বল- সেখানে রঙ্গ আর অবহেলা!

আমি জানি যে বৃক্ষ, মেলেছে পাতা জানালার পাশে,
আমার নাগালে নেই কিছু - দূর থেকে পাতারা হাসে-
এ কথায় নেই কোন ভুল, খুশী হবো ফোটে যদি ফুল-
যদি ঘ্রাণ ছড়ায় তা, আমার আঁধার তারার আকাশে!

হ্যাঁ মানবী, এই বিকেলে, কেউবা শ্রোতা কেউবা কথক,
মেলে দিতে চাই সব পাতা, যাতে লেখা সুখ অথবা শোক!
আমি জানি রাত নির্ঘুম, এখনো হয়তো দিতে চায় চুম-
সে শুধু এই বুকে সুখ তোলে, আঁধারে জ্বালাবে আলোক!

৭২

গোলাপ ডালের কাঁটার কলম, কালি, লাগেনি তোমায়,
লেখা হয়ে গেছে সে রুবাই, রক্তে রক্তে কাঁটায় কাঁটায়-
মন লেখা সেই চিঠি সবুজ টিয়া হয়ে ডেকে ডেকে যায় ;
একদিন তুমি ছাড়া একা গাঙুরের জলে ভেসে যাবো হায়!

সে মোহ কবেই গেছে কেটে, আয়নার সাথে যত কথা-
জানালায়, উঁকি দিয়ে চাঁদ যায়- নেই তাতে কারো ব্যকুলতা
তুমি কবেই হলে নেমেসিস, আয়নায় দাও নিজেকেই শিষ
আড্ডা আর আগের মত নয়- ভালো লাগে শুধু নীরবতা!

আমিও বিকেলে গুণি ঝরা ফুল, বার বার হয়ে যায় ভুল।
মরে যায় লোবানের মত- গল্পের শেষ শব্দ বিষাদে অতুল।
দেহের বয়স, তার চেয়ে বেশী- জমেছে কথা প্রিয় প্রতিবেশী।
শিকেয় কলসভরা প্রেম কত রঙ- কার জন্য ফুটেছে জারুল?

৭৩

তুমি বল কি করে যাই সেখানে, ও বনে লেগেছে আগুন,
আর আমি পিপিলীকা মন, হাহাকার করে; গেল যে ফাগুন।
জীবনের পাতায় লেখা যে অসুখ, ডুবে থাকা জলে এক বুক
নিজের আঁখিতে চাই করুণায়, হায় আমার আঁখি হলি নির্গুণ!

থাক, সকালে করবোনা ভারি, বিকেলে হয়তো সবে'না ভার,
ঝাঁপিতে রাখো পিপিলীকা-দেখ, আকাশটা কত অন্তসার,
লিখে গেলে সব পূরোন কথায়-এ বালখিল্যে দিন চলে যায়-
শুধু মনের বাড়েনা বয়স; প্রতিদিন দেহবৃক্ষপাতা ঝরে যায়।

সুর যদিও গেছে চলে কবে, তবু জ্যোৎস্নায় গেয়ে উঠি গান,
হা হা হা মানবী, কে যেন বলে- গাও বাছা, তবে সাবধান।
দিন নেই তোমার আগের রকম-বেসুরো হলে পাবে যে শরম-
নিঃশব্দে জপ করা ভালো- ঈশ্বর, বা তোমার মানবীর নাম!

৭৪

এ বিকেলে আর কি চাই বল, মানবী আমার প্রিয় সুধামুখ,
আকাশভরা তারা যদি দাও, তবুও আমার ভরেনাতো বুক!
গোলাপের ঝাড়ে যত কাঁটা থাকে- তাও যদি দাও আমাকে-
নেই প্রয়োজন কোন ঘ্রাণ; দূর থেকে দেখি যেন ঐ মধুমুখ!

নিতে চাও নিও নির্বাসন, আমিও সাজাবো নিরালায় বন,
জ্বলে ওঠা ফাগুন আগুনে, দাউ দাউ পুড়বে পিপিলীকা মন,
শুধু একদিন কোন চাঁদ রাতে, এসো পেয়ালায় হেমলক হাতে
শরবতী তুলে দিও ঠোঁটে- এই মুখে রা নেই, রবেনা বারণ।

কাল রাতে স্বপ্নে দেখি প্রিয়া, আমি মারা গেছি মেঘের উপর,
তোমার আঁচলে সব মেঘ, পুরো আকাশ করে আছে ভর
এবং তোমার অস্রুসিক্ত আঁখি- হয়ে গেছে যেন টিয়া পাখী-
সুর করে পড়ছে রুবাই, ঝরে অশ্রু যেন দেহের উপর।

৭৫

না, বেওয়ারিশ লাশ নয়, পুরো আমিটাই যেন বেওয়ারিশ,
যতদিন যায়, ঝরাপাতায়, শিষ দিয়ে কে যেন গায় অহর্নিশ।
তোমার চোখেও দেখেছি তা, ঐ চোখ আমার মন চেনেনা
অথচ তুমি আমি কত কথা বলি, পেয়ালায় পান করি বিষ।

ভালো লাগে, যখন ভাবি, তুমি আর আমি হবো এক নদী,
দুই মনে বয়ে যাবো জোস্নায়- শেফালী ঘ্রান যেন নিরবধি।
তুমি ভাবো, চেনার কত বাকী, মনের সব কথা বলেনা আঁখি
ভালো হতো মানবী না হয়ে, অলিন্দের টবে ফুল হতে যদি!

তুমি কি চাও তারার আকাশ, অথবা চাও প্রিয় কোন তারা-
আমি জানি ঐ দেহের প্রতিকোষ জাড়িত স্বপ্নে কোথায় হারা-
তুমি এক অদ্ভূত বিষন্ন চাঁদ, আর আমি? হয়তো উন্মাদ-
হে ফুল, চেনো নাই, হয়তো শুনেছো - শব্দ এক নাম সাহারা।

৭৬

আমার তসবি কি জপ করে, সে কথা জানি শুধু আমি-
যেমন জানেনা কালি কথা, দুঃখী জ্যোৎস্নাও রাতের রানী।
আমি জানি, আমিও খুঁজে বেড়াই, পথে মত্ত নদীর চোলাই-
অজস্র বৃষ্টির পরে- ধুয়ে যাওয়া মাটিতে ভাঙা চুড়ি খানি!

জানি আমার রুবাইগুলো, ধুলো হয়ে কাদা হয়ে বৃষ্টির জলে
সুধামুখী তোমাকেও সাথে নিয়ে- মিশে যাবে কোন অতলে-
যা চেয়েছিলাম তোমার আঁখিতে- সে আঁখিও- হারাবে রাতে-
বেদনার দুইফোটা অশ্রুজল- ধাবিত হবে সাগরের জলে!

আমি জানি তোমার অশ্রুজল-নিশ্চিত দিক হারাবে পথে-
কি করে পারবে বল! তোনার মনে আলো জ্বলে কোনমতে-
যখন মন ছবি নিয়ে করে খেলা, আলোর কত অবহেলা!
নিজে পুড়ে হলে ছাই-সেখানে,তুমি আর নেই আলোতে।

৭৭

ধরো, আমি মারা গেছি-কবরের ওসিয়ৎ তোমার হৃদয়!
বিষাদি গোলাপের ঝাড়ে, দুঃখের শিশির যেথা জমা হয়!
রাতেও নিরালায় বলেছে রাতে, যে কটা দিন আছে হাতে,
মুহুর্ত দিয়ে যদি ভাগ করে নেই, তবু থাকো বহুদিন সাথে!

গোলাপের চেয়ে কিসের ঘ্রাণ- কোনদিন পায়নি নির্ঘুম প্রাণ
কোনদিন পাইনি এ মন, আঁধারের মত নেই আলোর নিশান!
কোন দিন বলেনা কোন কোন মুখ, ফাগুনের আড়ালের বুক
আকণ্ঠ পান করে হেমলক বিষ- বনের চাঁদে অভিসারী গান!

তোমাকে বলেছি বহুবার, আবার বলি মিনতি করে-
হেমলকের চারা এই বুকে, ঐ হাতে পুঁতে দিও আদর করে,
চাঁদ ডুবে গেলে আঁধারের রাতে- কি থাকে বল আর হাতে-
যে মন মজেছিল রাতে-কি দাম তার কাছে আলোর ভোরে!

৭৮

তাই হোক তবে প্রিয় কালি, দশ আঙুলে রাঙাবো তোমায়;
এমন একটি ছবি এঁকে যাবো, নিশিরাতে আকাশের গায়!
দেখ নাই কোনদিন সেরকম ছবি, কোনদিন ভাবে নাই কবি
সাজাবো প্রথমে কমলিকা পা, স্বপ্নে দেখা অচেনা আলতায়!

তারপর পঞ্চকলি হাত, চেয়েছি রঙ জোনাকির কাছে-
যে গীত গাইবো তখন সুধা, জমা আছে জোস্নার কাছে,
তুমি বল এত কথা জমালে কবে! জানিনা কোথায় সবে
না বলা পুরোন কথা মনের- নুড়ি থেকে হীরে হয়ে গেছে!

তারপর সাজাবো ঐ মধুমখ- যত ভালোবাসা জমিয়েছে বুক,
যে গান জমিয়েছি নদীর বুকে, ঢেলে দেবো তার সব টুক!
উন্মাদ মনে এইটুক আশা, নাকফুল হীরে হবে বিশ্বের খাশা
জোড়া ময়না কথা কওয়া চোখ, আকাশটায় সাজাবো ও বুক!

৭৯

তোমাকে হয়তো হয়নি বলা, রাত্রি এবং নিশুতি ঘ্রাণ!
এবং বলিনি প্রতিটি প্রহরে রাত্রির আছে আলাদা প্রাণ!
এসব সত্য বলে যায় কেউ, রাতে বয় কত আঁধারের ঢেউ
কে জানে হয়তো হতেও পারে আধাঁরে আঁধারে অভিমান!

আমাকে জাগায় নিজেই রাত্রি, সারেনি ' নিশি পাওয়া' অসুখ,
রাত্রি বলে এখানেই সব, কি দেখ আলোতে, কি আছে রুপ!
তুমি ভাবো রাতে সকলি থিতায়, আমি মাতি আলোর খেলায়,
আমি দেখি হেথা আঁধারের হাট, রঙিলা রাজ্যে গন্ধনা ধূপ!

যখন মাটিতে হেঁটে যাও তুমি, শোননা কথা- বলে যে ভূমী-
'পায়ে চলো আর হাতে চলো- আমিতো তোমায় নিয়ত চুমী',
বাছা, তোমাদের বাসি ভালো -যদিও অহং বেশ অগোছালো।
রাত্রি নিয়ে আমি অপেক্ষায়, আমার বুকেই পড়বে ঘুমি'

৮০

কখনো কখনো মনেহয় লতা, কত অপাংক্তেয় আমি,
ভাবতে পারো- কি বেশরম! কি যে ভাবি দিবস যামী!
হ্যাঁ, হতেও পারে সত্য মানবী, হয়তো ফুরেছে আমার ধি-
হতেও পারে এই বিকেলে- দীর্ঘ ছায়ায় অসম মাতলামি!

সত্য, আমি জীবন খুঁজি, অপরাজিতার নীল ফুলে-
মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি- হাওয়ার প্রেমে ওঠে দুলে-
আগেও দেখেছি ফাগুনে মন্দা, দেখেছি বনে নিরল সন্ধ্যা-
সেগুলো ছিল ঝড়ের মত- না, কিছুই তার যাইনি ভুলে!

তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই প্রিয়, সবচে জটিল মানুষের মন,
এট নয় কোন ফুলের বাগিচা-স্বপ্ন আর ইচ্ছের কাঁটার বন!
এ সময়ে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে- বিকেলী আলোছায়া রয় মনে
তবে শুধু আমি স্বাদ নেই সুখ, স্বাদ নেই যত বয় হুতাশন!

৮১

আমি যে শ্রাবণে মুখরিত নই, তাও নয় প্রিয় মালবিকা,
যদি তুমি বৃষ্টিকে ভাবো, কত নামে বিভাজিত জলকণা।
বৃষ্টির আঁধারে লুকানো যেমন, শত নাম নিয়ে যে শ্রাবণ
তোমাকেও ডাকি শত নামে- আজ নাম হোক মঞ্জুলিকা!

কেউ বলে একা একা বাঁচো- মন দিয়ে শুনি তার উপদেশ -
আর দেখি মনে মনে সেই, মঞ্জুলিকার চোখে কত জমা ক্লেশ।
একা কেউ থাকে নাই শোন মুগ্ধকর, একা নয় স্বয়ং ঈশ্বর -
কোন কোন ভাবনার খেই নেই, ভাবনার পথ যার নাই শেষ!

শ্রাবণের কান্নায় ধুয়ে যায় বন, শেকড়ে বাকড়ে নব শিহরণ,
শুধু ধুয়ে যায়না কালিঝুলি যত- ভরা থাকে দুখীদের মন!
মানুষের মন হতো যদি মাটি- চাষ করা যেত পরিপাটী -
দ্বিধাহীন চিত্তে পাশে রয়ে যেতাম-হতাম মনের কাছের স্বজন!

মানবী এবং বিকেলী ফুল

৮২

মোটেই আমি পারিনা বুঝতে, কাকে বল ভালোবাসা,
আমার কিসের হারজিৎ, বল কিসের খেলা পাশা।
মুগ্ধ নিঝুম রাতের চাঁদ, হয়তো নেশা, নয়তো ফাঁদ
হাজার রঙের বনের ফুলে খেলা নাকি ভালোবাসা!

পেতেই পারো মালা জয়ে, পরাজয়ে নাহয় জ্বালা,
জয়ের মালার ফুল শুকালেও, শুকায় না সে জ্বালা!
তুমি খুঁজে ফিরছো মন, আমি খুঁজি অনন্ত দহন
বোধ - হয়না কোন কথা, আগেই মনে লাগে তালা!

আজব কথা বলে মন, পরাজয়কেই ভালোবাসা বলে,
দেখ বাগান ভরা ফুল, কেউ কাঁদেনা পরাজয়ের ফলে!
তুমি ভাবো, সুখ সাহারায়, ওড়ে ধূলো বালির হাওয়ায়
কথা হওয়ার আগেই আমার, বোধের শরীর যাবে চলে।

৮৩

তুমি খোঁপার গল্প বল, না বাগানের, কি বল কি জানি,
সময়ের ধাপে ধাপে অলক্ষ্যে নেমে যায় কেউ বুক পানি।
কেউ কেউ ফেরেনা ডাঙায়, সেও ডোবে- ফুল ভেসে যায়
কেউ কেউ ফেরে বটে- অতীতের দ্বার রুদ্ধ তখন জানি!

তুমি যা বল হয়তো জানোনা , তখনি উল্টে গেছে সেই পাতা
বই আর জীবনের তফাৎ হলো- ওল্টেনা অতীতের পাতা!
অথচ বই উল্টে পালটে দেখা, লাল নীলে টানা যায় রেখা-
সময় চলে রুদ্ধ করে দ্বার- তোমার আমার অতীতের পাতা!

হ্যাঁ, যা বলছিলাম প্রিয় মানবী - যে পাগল স্মৃতি বুকে জলে-
হে তুমি শরীর অপ্সরী -কিছুনা তার মনে- যে বাতি জ্বলে।
তুমি মৃত তার কাছে, সেই উন্মাদ, কবেই দিয়েছ যাকে চাঁদ!
ভুলে গেছো, প্রেয়সী আমার? তোমার ম্যাপে সে পথ চলে।

৮৪

না, তুমিও রাখবেনা মনে, গোলাপের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা,
কাঁটা সয়ে যদিও খোঁপায়, শুকালে পাপড়ি,সে অযথা।
ফেলে দেয় পথের পাশে - কার চোখে বল জল আসে!
ফেলে দেবে জানোনা তুমিও,এলোমেলো হয়ে গেলে কথা।

অথচ আমিও উঠেছি কখন, তোমার মনে নিভৃত নিক্তিতে
সত্য, লুকিয়ে দেখি ফুল শুধু, কত ফুল ফোটে প্রীতিতে-
আয়নায় চেয়ে যখন তুমিও ব্যাকুল, আমি বলি ফুটবে বকুল
যখন ভরে বুক বকুলের ঘ্রাণে, ফিরেছে বসন্ত ছুঁয়ে সিঁথিতে!

দীর্ঘ পথের দেখা নানা ফুল-কোনদিন কখনো হইনি ব্যাকুল -
এবারে কেন হেলে গেছ চাঁদ- কেন মরা নদীর ভাঙে দুইকূল
আমি জানি পথের পাগল- জানালায় দেখা খোলনি আগল
পথের পাগল যাবে পথ ধরে, না যদি ডাকো-এতে নেই ভুল!

৮৫

আমি জানি ঠুনকো শব্দ, অনেক জোরে কম্প তোলে,
এবং জানি জানোনা আঁধার, সূর্য দেখে অস্তাচলে!
তোমার মত আমিও আশে, দিনের পরে রাত্রি আসে-
হয়তো তুমি চাঁদকে দেখ, আমি দেখি জ্যোৎস্না গলে।

বাইরে নিয়ে ব্যস্ত তুনি, আমি দেখি তোমার ভিতর-
আমার আঁধার মনের ভিতর, তুনি যেন আলোর শহর।
আলো নিয়ে আমার খেলা, খেলি আমি সারাবেলা-
হয়তো তুমি ভয়ে থাকো- আগুনে যদি পোড়ায় ঘর!

সত্য, আগুন পোড়ায় বটে, আঁধারে তা দেখায় পথ
আগুন জ্বলে তেমন করে- যেমন তোমার অভিমত।
তুমিই জানো তোমার বাগান কোন পাখিতে গাইবে কি গান
আমি কিন্তু রয়েই যাবো- আমার হয়তো পাশের পথ!

৮৬

উন্মাদ বলে একই পাল্লায়, মাপলে আমায় প্রেমের সই,
পরাতে চাইনি খোঁপায় গোলাপ, তোমার রাতের চাঁদও নই।
আস্তে সখি গজল থামাও, থামাও তোমার বীণাটাও-
একটি কথাই বলবো বলে, তোমার আঁখিতে চেয়ে রই!

তোমার মনের বৃক্ষ থেকে, একটি কাঁটা দিও বিঁধে -
এই এখানে বুকের ভিতর- জ্যোৎস্না বওয়া এই হৃদে!
তারপরে এই দেহ নিয়ে- এমন পথে পড়বো গিয়ে-
রইবে শুধু প্রেমের স্মরণ- তোমার হাতের কাঁটা বিঁধে।

তোমায় বলি মানবী আমার- জীবন এবং এ সংসারে-
নশ্বরতার রথে চড়ে-মনকে থামাও বারে বারে-
রাতের তারায় যতনা মুগ্ধ, তারচে তুমি হও যে রুদ্ধ-
জানি বীণার আওয়াজ ছাপিয়ে কি কথা বল চুপিসারে!

৮৭

মিছেই তুমি কাঁদলে হেথায়, মিছেই ঝরলো চোখের জল,
মিছেই তুমি তুমি ফুল ফুটালে, মিছেই সাজালে বনতল।
মিছেই তুমি আঁকলে ছবি- মিছেই তুমি হলে কবি-
মিছেই তুমি জ্যোৎস্না রাতে- তারার মেলায় গাও গজল!

এইতো আমি এই বিকেলে- বেশতো আছি হেসে খেলে-
যখন ভাবি করলে কত- বিনিময়ে কিইবা পেলে-
রিক্ত হাতে সবাই গেছে- সব কাফেলাই আগে পিছে-
নিঃস্ব শুধু হই না আমি- তোমার খাতায় তাইই মেলে!

তাইতো হাসি একা একা- মিলাবে যখন জীবন রেখা
নিয়ে যাবো বুকে করে-তোমার আমার না বলা কথা।
ঐ অনেক কথার ঝুড়ি, শুধুই করেছে বুকটা ভারী-
মিছেই শুধু বাসলে ভাল- কাটলো না যে অসাড়তা!

৮৮

কত দূরে তবু দেখ চাঁদ, কত বড় কত বড় ভুল!
ভুলে গেছে এই মন, সেই কবে ঝরে গেছে ফুল!
যে ফুলের ফুরে গেছে ঘ্রান, তাও চায় ছুঁতে আসমান
কালির অন্তরে কত সাধ- জমে আছে কত যে বকুল!

নিরালায় খুঁজি কার মুখ, অলেখা কবিতায় কেন ভরা বুক
তবু কেন কথা খুঁজে ফেরে-কারও কাছে শরমের সুখ-
যে ঘ্রাণ মিশে গেছে মাটির ভিতর- জন্ম নেয় বৃক্ষ নামে শর
বিষাদের কাঁটায় বিদ্ধ করে- আপনি- আপনার বুক!

সে চাঁদের সামনে কেমনে দাঁড়াই- যার মন চায়নি আমায়
হে রাত শুধু রাত হয়ে থাকো- আমি কেন জ্বলি পূর্ণিমায়-
কেন বোঝো না মানব জীবন, এখানে দীপের নাম হুতাশন
বসন্ত কোকিলও বেসুরে গায়-আজ শেষের বিকেলী হাওয়ায়।

৮৯

কোনদিন ছিলনা আয়নার মত, এ মুখে কেউ দেখেনিতো মুখ,
এ চোখে তাকিয়ে কোনদিন, কোন রুপসীর কাঁপেনিতো বুক!
আকাশের একাকীত্ব বুকে লয়ে, নিরল নদী একা গেছে বয়ে
তরুলতা ফুল এই কুঞ্জবনে-সুবাসবিহীন -আছে দীর্ঘশ্বাস্টুক!

নদী কাকে বলে জানিনা মানবী, বিশাল গর্ত- নাকি তার জল-
অশ্রু কি বুঝি নাই আমি-চোখটলমল না ভেজানো কপোল|
এই দুই হাতে শুকনো বকুল- কবে যেন কেউ করেছিল ভুল
আমি জানি আপনি নিয়ে- মানুষেরা সদা থাকে যে বিভোল!

আমি জানি শোন কুমারিকা -আবেগের খঞ্জরে নেই আর ধার,
আকাশের নীল যেন অর্থহীন, বোধহীন, গোলাপ খোঁপার!
মৈত্রীর রাত্রি হয়ে যায় শেষ, কোথাও লাগেনা কাজে অবশেষ।
সব শব্দ মিথ্যে কবিতার- রুপসী কথাই যেন সব কিছুর সার!

৯০

কথা ফুরানোর পিছনে থাকে, আরেক লম্বা গল্প কথা!
আরেক চাঁদে ভাসানো সাগর,জ্যোৎস্নার মত রুপকথা।
বিকেলে এসে বুঝেছি মানবী বুঝিনা আমি নিজের সবই
কাঁটায় ঘেরা বাকলের নীচে-যেমন গোলাপের উপকথা!

বিচিত্র বড় মানুষের মন, মেনে নেয় শেষে কত হুতাশন,
নিজেই কত শ্বান্তনা কথায়- নেভায় আগুনে পোড়া মন।
আমি জানি এই স্বপ্নের বুক, আশ্রয় খোঁজে, খোঁজে বড় সুখ
অথচ দেখেনা বিশাল ঈগল - কয়টা খড়ে তার বাসার বুনন!

মেঘে চেয়ে চেয়ে বিষাদি চাষী প্রার্থনা করে আকাশে চেয়ে
জানেনা তা উড়ে যাবে নাকি-অথবা কি আছে সে মেঘ ছেয়ে।
চাষীর মনে যে বৃষ্টি ফাগুন, হতে পারে তা বজ্র আগুন
অথবা তার ফসলী স্বপ্ন, পাথুরে শিলায় যাবে কি মিইয়ে!

৯১

এ বিকেলে বসে ভাবি নিরালে, আকাশের দিকে আমার পথ,
আর যে তুমি ষোড়শী মানবী- ফাগুনের দিকে তোমার রথ!
চেয়ে থাকি, গোলাপের ডালে-জড়িয়ে এখনো কাঁটার জালে
যখন বাকলে ফুটবে কুঁড়ি- তখন আমার ফুরাবে পথ!

সবই জানি, তবুও আমাকে - কথা না বলা তোমার ঠোঁট-
যা আঁকা আছে হৃদয়ে আমার, আঁধারেতে চাই তাতে অপলক
কখনো সে ঠোঁট মেডুসার মত-ছোবলে ছোবলে করে বিক্ষত-
নিদারুন বিষে এ দেহ বৃক্ষে- হাজার ফুলে হয় আলোক!

মন বলে হে মনের মাঝি- স্বপ্ন নায়ের পাল গুটা-
তরংগ হীন আয়নার জলে, হোকনা আঁধার তাও তাকা;
দুঃখ হয়তো পেতেও পারো- কিছুই আসে যায় না কারো-
যে গোলাপ দেখ মানবীর হাতে- তোমার কবরে পড়বে তা!

৯২

আমি প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখি, দপ দপ করে জ্বলে বাতি,
বকুল তারারা নিভে গেছে কবে, আকাশ একা নেই সাথী!
শুধু ফেলে গেছে জোস্নার ঘ্রান, আজো জেগে সে মুগ্ধ প্রাণ
কিছু স্বপ্নে অথবা দূ:স্বপ্নে, তাই নিয়ে আমি আছি মাতি!

নিরালা আধাঁরে বুনো ঝোপে, কিছু ফোটে ফুল অবহেলায়-
প্রজাপতি আর মৌমাছি বল, যায়না কেউই সেই ঠিকানায়-
জাগে যদি তার মনে এক সাধ- কেন মানবী হবে অপরাধ
যদি সে ফুলের গুচ্ছগুলো- মরিতে চায় কারো খোঁপায়!

বল প্রিয় আমার মধু ছান্দসী, ভেবে বল আজ এই রাতে-
কেইবা জানে মানে অভিমানে ঝরে যাবে ফুল কাল প্রাতে!
তুমি দেখেছো বাতির শিখা-পড় নাই তাতে কি আছে লিখা
নিভে যায় কত খাণ্ডবদাহন - আপনি পুড়ায়ে আপনাতে!

৯৩

কি লাভ লুকিয়ে মন যা বলে, নয় কি ভালো তোমায় বলা;
শরম শুধু আমার মনেই-না শোনার ভান- তোমার কলা।
আমি যে বুঝিনা তা নয় মোহিনী- ছলাকলার সে কাহিনী
চোখ সব বলেই ফেলে- ঠোঁট থাকে শুধু নীরব অচলা!

আগুন চেনেনা প্রেমপত্র- পোড়ায় অথবা পড়ে ফেলে-
আমি সাজাই কত যে কথা, মন থেকে সব বেছে ঢেলে,
এ যেন কুড়ানো সেরা বকুল- মনের সুতোয় গাথবো ফুল
মাঝে মাঝে না হয় শরম গাঁথবো- ফুলের মাঝে মিলে মিলে!

আমি জামি তুমি সব পড়ে ফেলো- সব লেখা এই দুই চোখে,
মন সরোবরে ঢালা জ্যোৎস্না, তাও দেখো যেন অপলকে-
আমি ভাবি এইযে আমি, তোমার তালুতে একফোটা পানি-
ভয় হয় প্রিয় কখন যেন, গড়িয়ে পড়বো চোখের পলকে!

৯৪

বিকেল মানে তো নিঃস্প্রভ রোদ, ধীর লয়ে আকাশে মিলায়,
গাঢ় আকাশ এক এক করে, রাতের চাদরে তারা সাজায়।
সেও এক অদ্ভ্যুত দাবার ঘুটি, অজানা খেলায় করে ছোটাছুটি
আমার অথবা কোন বৃক্ষ ছায়া- দীর্ঘ হয়ে আঁধারে মিলায়!

মন, হ্যাঁ শুধু মন, সে জীবন বেসাতির বড় মহাজন -
মেনে নিতে চায়না কিছুই- নিয়ে থাকে যৌবনের আবাহন!
অথচ হিরক খচিত আয়না- কিছুতেই বোঝানো যায়না-
ভাঁজ পড়া আমার মুখ- ধরে রাখে আমার চোখে সারাক্ষণ!

৯৫

অনেক অনেক অনেক কথা, ছিলোনা কিছুই অর্থহীন,
হোক না আমার বিকেলী বাগান- আমি কি চাই বর্ণহীন!
না, ফুলের কুঁড়িতে চেয়ে থাকি-ভাবি আর কত বাকী-
চৈত্রে চঞ্চুতে তৃষা নিয়ে উড়ি-অথচ আকাশ মেঘহীন!

তুমি, হ্যাঁ, তোমাকেই বলি, যে প্রেম - তার নাম দ্বিধা-
আয়নায় উদোম বুকে দেখেছি- কত শর তাতে বিঁধা!
যতবার ডাকে তোমায় এ মন-ততবেশী হয় রক্ত ক্ষরণ,
কেঁদে চলা মুখের উপর- দেখ হাসির মুখোশ বাঁধা।

না, ছিঁড়িনি কখনো গোলাপ- ভয় করে কাঁটার আঁচড়,
এইবুকে বিঁধে আছে কত- কত শত তীক্ষ্ণ ফলা শর-
বিষন্ন মনে ফুল আমায় ডাকে, আমি থাকি আকাশ ফাঁকে
তবু তুমি জানো প্রিয়া- বুক ভরা ছবি নিয়ে খেলে নিশাচর!

৯৬

পড়ে থাকি যদি হাজার বছর, জায়নামাজে সেজদাতে-
হাজার ফুলে ভরবে বাগিচা-ভাসবে রাতি জ্যোৎস্নাতে,
তবুও আমি বেশ ভালো জানি, চা'বেনা তুমি নিদয়া রানী,
যত না বেশী আমাকে ভাবো, বেশী ডুবে যাও দ্বিধাতে!

সকালে উদয়ে লালি রং ধরে- প্রতিদিন পুবের আকাশ,
অস্ত ঘটে লাল আকাশেই, ভিন্নতা কি- দীর্ঘশ্বাস!
আমিও তেমন সেই দূরত্বে-তুমি প্রাতে আর আমি অস্তে-
বড় প্রেম শুধু টানেনা কাছেই- কখনো দুরের দীর্ঘ শ্বাস!

ভালোবাসা আর প্রেম যাই বল- এগুলো কিছুটা ঠুমরী গান,
প্রাণ হয়তো মজতে আরে, ছেলেখেলায়- মান অভিমান!
তবে কোন সূত্রে বাঁধা পড়ে প্রাণ- প্রেম না না - সম্মান-
হ্যাঁ তুমি শুধুই নিরেট বন্ধু- প্রেম দহনের অগ্নি গান!

৯৭

মন বলে যে 'কানু' হয়ে যাই-হোক না বিকেল হোক না সাঁজ,
ময়ুর পুচ্ছ মুকুট পরে, 'কেউ' হয়ে উঠি তোমার আজ!
শত্রু মিত্র বন্ধু মিতা,- যা বলো- বিকেলী আদিখ্যেতা-
কবরে যাবার আগে না হয়- ফুটুক একটি গোলাপ আজ!

জীবনের এই যমুনার ঘাটে- আমার সুর্য যখন পাটে-
ইচ্ছে করে উঁকি মেরে দেখি - তোমার চোখের জানলাতে,
তোমার বহতা যমুনা নদী- মন রেখে ঘাটে জলে নামো যদি
পালিয়ে যাবো মন চুরি করে, দূর সুদূরের কোন অজানাতে!

ফেলে যাবো ঘাটে আমার মন- তুমি কুড়ে নেবে ভোলা মনে
জানবে না তুমি কখন কিভাবে- ঠাঁই নিয়েছি তোমার সনে!
ঘুমের ঘোরে অচেনা বনে- তুমি বেড়াবে সম্মোহনে-
এবং তুমি 'কানু' 'কানু' বলে- নিরালা কোন এক ফুলের বনে!

৯৮

আমি কে? কে আমি তোমার, প্রশ্ন তোমার চোখ জুড়ে,
কেউ নই, কেউ নই তোমার, সত্য তবু, তুমি মন জুড়ে!
মেঘ ভাঙা জ্যোৎস্নায়- ছায়া যেন পাশে রয়ে যায়-
আমার প্রাণের ভিতর সেই- গান গায় বকুলের সুরে!

দীর্ঘ আঙ্গুলে তার দূর থেকে যেন, এই মন বীণাটি বাজায়,
অথবা সুরেলা এক পাপিয়া হয়ে- উড়ে উড়ে গান গেয়ে যায়;
অথবা গীতালি নদী সুদূরের - কূল ভাঙে প্রতিরাত ফের
সুর শব্দ ছবি এঁকে এঁকে- চাঁদের কিরণে আমাকে ভাসায়!

তুমি কেউ নয় মানবী, হয়তো মতিভ্রম নয় প্রতীতি-
নয়তো আমার কোন জন্মের- পথে দেখা কোন মুখ স্মৃতি।
অথবা কোন এক কৃষ্ণপক্ষ রাতে- দেখেছিলাম বজ্র আলোতে
ভালোবাসি নাই- ভালোবাসা হীন- শুধু বুঝি সাগরের প্রীতি!

৯৯

মালতীর বুকে লেগেছে কাঁপন, সোনা হয়ে গেছে খর রোদ,
এ শরতেও কেঁদে গেল মেঘ, ভারী হল মন ডুবে দেয়া বোধ।
অস্তের দু,পাশের পথে পথে, সাঁঝলা অচেনা ফুল ফোটে-
আমি জানি মানবী, আসবে না - ব্যর্থ আমার চেয়ে থাকা পথ!

তোমাকে দেখে দেখে ভাবি- ঝরে ভেঙে গেছে ও বাগান-
তারপরে ডালে আসে কিশলয়- আবার ডুবায় তাকে বান-
তারপরে ও বাগানে হায়- বসন্তের পাখী ফিরে যায়-
তারপর নামে শীত দুখীনি রাতে, থেমে থাকে স্বপ্নের গান!

তবু ভাবি শ্রুত বানে - ডুবে একাকার হয় নাই সব-
তবু ভাবি খান্ডবদাহনে- বৃক্ষেরা পূড়ে নাই গেছে সব-
পাখীরা যদিও হারিয়েছে বাসা- তবুও জেগে থাকে আশা
পাখার ঝাপটে শুন্য বাতাসে- বেঁচে থাকে এক কলরব

মানবী এবং বিকেলী ফুল

১০০

এই বিকেলে পথের পাশে- হঠাৎ দেখা হে প্রিয় মুখ,
নাম জানিনে ষোড়শী গো, হাজার নামে ডেকেছে বুক!
নাম দিয়েছি তমালিকা, নাম দিয়েছি কমলিকা-
রাত নিশিতে স্মৃতির পাতায়- কলম লিখেছে- এই তো সুখ।

নেই হিসেবের খাতা কোন, লেনাদেনার নেইতো রেশ-
মন দেখেছে মনের ভিতর, এলিয়ে তুমি লম্বা কেশ-
প্রেম করেছো আমার সাথে- গাল ছুঁয়েছো উষ্ণ হাতে
স্বপ্ন ছিল আগুন ফাগুন-সে বসন্ত হয়না শেষ!

এবং আমার স্বপ্নগুলো- বহতা নদীর ঢেউয়ে মাৎ-
কখনো হয়েছে ছেঁড়া মেঘের-প্রেমে ভরা শরতি রাত
তুমিও নদী মধুমতি-দিল ভুলানো শরবতী -
জানি আমি পাবো না এমন- হুর বুকে স্বর্গ রাত!

১০১

নদী বয়ে যায় যাক, আমি তীর-সাজাই ফুলে ফসলে,
এখানেই কত পাখীদের ভীড়, দিন ভর কত গান চলে!
জীবনের দিন এমনি প্রিয়া-কলরব থেমে নামে আঁধিয়া।
এখানের সত্যতার, সভ্যতার নামে, কত নির্দয়তা চলে।

এমন কি প্রেমের সংজ্ঞায় লেখা, উৎকীর্ণ নীরব নির্দয়তা,
নির্দয়তার মধ্য দিয়ে কত, দাবী নিয়ে থাকি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতা।
নারী, কে অধিকার দিল আমায়- ফুল ছিঁড়ে পরাই খোঁপায়
তবে কি মানতে হবে একথা-ভালোবাসাও থাকে নির্মমতা!

এবং আমরা স্মরণ করিনা- ফসলী মাঠ আর ধান শিষ,
শুধু মনে রাখি -সে বৃক্ষকে যার বাকল পাতা ফুলে ফলে বিষ!
শত ফুলের পাপড়ির প্রাণ, আমাকে দিয়েছে আতরের ঘ্রাণ
ভালোবাসি তোমাকে রানী, ঠোঁটে রেখে কেউটের বিষ!

১০২

মনেহয় পৃথিবী পেরিয়ে গেছে, বিকেলী রোদে আমার ছায়া।
তবু বল দূরের নক্ষত্র বিশাখা- তোমাকে ভাবি তাই বেহায়া?
আমার ছায়া যেন ছায়াপথ- কোথাও দাঁড়িয়ে আছে শেষ রথ
আমি একা যাত্রী তার নয় কেউ, না প্রমিকা না কোন ছায়া।

তোমার জন্যে রেখে যাবো পথ, দুপাশে ফুলে আগরের ঘ্রাণ
ছড়িয়ে দিয়ে যাবো পথের ধূলায়- তোমার হবেনা অবধান।
শুধু মনে হতে পারে সেই গান- যার কথায় কত অভিমান-
মনে হতে পারে অভিশাপ চলে গেছে- দুঃখের হবে অবসান।

মানুষ মুছে গেলে কি বা এসে যায়- যদি থাকে আকাশে চাঁদ,
পৃথিবীতে কিইবা আছে ভালো- আছে গ্লানি আছে অপরাধ;
আছে দস্যুতায় নিঃস্বতার গাঁথা-লেখা আছে সব তার পাতা,
মানুষের স্বপ্ন তা দস্যুতা নিয়ে-দস্যুতা ঘিরেই মানুষের সাধ।

১০৩

ধুলোতে এড়ায়নি এ পা, দলিত হয়েছে পুস্প বিঁধেছে কাঁটা!
দেখ নাই বুঝি প্রিয় ললিতা, সোনার খাঁড়ুতেও ক্ষত হয় পা!
কেন শুধু দোষ দাও জীবনের- নিশ্চিত কি পেলে এ পথের-
পৃথিবীর চেয়ে আছে কী খোয়ার- কার বল জানা আছে তা!

শংকা নয় আমার জীবন, দিয়েছে অনেক এই দুই হাতে-
এও ভাবি বিশাল। পাওয়া - দেখা হওয়া তোমার সাথে,
ফুটে থাকো তুমি সেই ফুল হয়ে- দিবানিশি যাবো কথা কয়ে
দূর থেকে দেখা আর কথা কওয়া-আর ডুবে থাক মুগ্ধতাতে!

তোমাকে বলি বার বার- দূরের নক্ষত্র চিরকাল মুগ্ধতার-
কাছে গেলে কি পেতে পারো? নয় কি দেহ মন জ্বলে অংগার?
আমি যদি বাগানের ফুল হয়ে থাকি- দেখি ওই আবেগী আঁখি
এইভাবে চলুক পরিচিতি- এইভাবে চলুক যদি জন্মি আরবার!

১০৪

বয়স চেনেনা পথ কোনদিন- কে যায় পিছে কেউ যায় আগে,
এ পথ জ্ঞানহীন, ধারালো খড়্গ-পথ পরে না কারো অনুরাগে!
বীজ বুনে অহেতুক যাই পথপাশে-চিহ্ন ধরে তারা যেন আসে
এ পথ মানেনা কোন নীতি, এ পথ পরে না কারো অনুরাগে!

আমি তো পায়ে পায়ে আগুন দলে, ফাগুন বুনে এসেছি চলে,
তুমি আসবে যখন ঐ পথে- ঘ্রাণ ভরা পথ প্রেমকথা বলে!
এই মনে হবে তোমার- গিয়েছে প্রেমিক মানব ঘ্রাণ পাও যার
চাঁদ নেমে নির্জনে শোনে- এ বসন্ত বুনে গেছে এক পাগলে!

জানি, ভালোবেসে দূরে থাকো- ভুল অংকে ভরা যার খাতা,
জানি কোনদিন কেউ লেখেনি-পথের দুপাশে প্রেমপত্র পাতা।
চাঁদ নেমে এসে কান পেতে শোনে- তুমি ভাবো সব অকারণে
আমি জানি তোমার চলার পথে জড়াবে পা এক প্রিয়লতা!

১০৫

পথ জানি হয়নি শেষ, থামতে হলো এই খেয়া পাড়ে!
রেখে গেলাম তারার আকাশ, মানবী, তোমার তরে!
প্রান মন আবেগ ভালোবাসাগুলে মালায় গাঁথা ফুলে
হয়তো আমার সে আবেগটুকু- আজকে পথের ধূলে!

খেয়ার পথে যেতে যেতে- বেশ কবার পেছন ফিরে চাই,
নামছে আঁধার আমার পিছে-দাঁড়িয়ে সেথ্য কেউতো নাই।
আমি একাই চলছি বিরান পথে-সাঁজ এগিয়ে আসছে সাথে
একাই মানুষ হাঁটে অবশষে- হঠাৎ দেখে পায়ের পথও নাই!

আমি যখন- নদীর ঘাটে খুঁজবো অচেনা পারের খেয়া-
কুয়াসায় মাঝে কাকে যেন সেখি- ঝলকে দেখি একটু ছায়া
কে তুমি খেয়ার মাঝি নাকি- সে আরও মুখটি ডাকি-
ফিস্ ফিসিয়ে বলল কিছু কথা- বলল সে খেয়ার মাঝি না।

১০৬

আকাশকে যদি মোহিনী ডাকি-কী এসে যায় ঐ চাঁদের?
গোলাপকে যদি প্রিয়মন ডাকি-এসে কী যায় ও গোলাপের?
মানুষের নাম কে দিল মানুষ-নিজের নাম কি দেয়নি মানুষ?
নাম দেয়া সেতো প্রথম প্রেম- মানব মনের প্রথম শের-!

এভাবেই মানুষ হয়েছে কবি, ভালোবেসে কত এঁকেছে ছবি,
চাঁদ তারা, মেঘ, নদী, মানুষের দেয়া নাম সবই-
তোমাকেও আমি কত নামে ডাকি, প্রিয়লতা, টলটলা আঁখি
অথবা বাহার, বাসন্তী- মধুবন্তি- অথবা জ্যোৎস্না কবি।

কী এসে যায়! মরে গেলে- মরে গেলে লাশ হয়ে যায়-
নাম খুলে পরে যায়- শুধু লাশ পরে থাকে পথের ধূলায়-
করতে পারো যতই লিখে রাখো-যতই পথে মূর্তি গড়ে রাখো
থাকেনা মানুষের পরিচয়-নাম পড়ে থাকে এপিটাফের গায়।

১০৮

ফিরে যাওয়ার গল্প সবার, অতৃপ্ততা মন ভরে নিয়ে!
তুমি বল- কি পাওনি তুমি, কত সুখ হৃদয় পড়ে উজিয়ে!
কাকে বলে পাওয়া কি সেই সুখ, নিঃসংগতা কি কীইবা দুখ-
তুমি বল- বৈয়ামের রঙিন মাছও একা থাকে জিয়ে!

সাধ সাধ্যতা নিয়ে কেন এত বাঁচা-দেখি প্রলেপ দিয়ে ঢাকা
বাকল ছিঁড়ে যে ফুল জেগে ওঠে দেখ নাই নিঃসংগতা আঁকা।
দেখ নাই পূর্ণিমা চাঁদ শেষরাতে- নিঃস্প্রভ জ্যোৎস্নায় কাঁদে.
দেখ নাই আকাশের অশ্রুরা- সকালের ঘাসে জমে থাকা!

বিকেল গড়িয়ে গেছে বেশ- হারিয়ে গেছে আমার ছায়া,
নিরালা দুপুরের কিছু ফুল পাপড়ির দল ফেলে দেয় মায়া
আমি খুঁজি কুয়াসার রথ- পড়ে থাকে পিছে কিশোরীর পথ-
তোমার চোখের আড়ালে মিলায়- আমি দেখি আমার ছায়া!

মানবী এবং বিকেলী ফুল

সমাপ্ত